Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Magh 20, 1430 Bangla, February 03, 2024, Saturday, No. 34, 54th year

H I G H L I G H T S

President Mohammed Shahabuddin calls on Food Safety Authorities to continue regular surveillance in those organizations which are related to food production, processing and marketing and continue public awareness activities in this regard. (Jago FM: 17)

PM Sheikh Hasina says, Biswa Ijtema, second largest gathering of Muslim community, will play a unique role in establishing world peace and strengthen bond of solidarity and brotherhood of Muslim Ummah. (Jago FM: 18)

AL GS Obaidul Quader says, govt. is not worried about the reaction of BNP centering election - the main focus of govt. now is to curb the prices of daily essentials & implement the election manifesto, he adds. (R. Tehran: 11, Jago FM: 18)

Foreign Minister Dr. Hasan Mahmud says, BNP did not participate in election knowing that it would be failed in poll - adds, BNP is now going door to door of foreigners for not legitimizing the govt. (R. Today: 16)

Law Minister Anisul Haque comments, investigation into murder of journalist couple Sagar-Runi is taking time because police are not able to arrest real accused - adds, his statement that investigation into Sagar-Runi murder may take 50 years has been interpreted differently in media. (R. Today: 17)

BNP leader Ruhul Kabir Rizvi comments that Russian ambassador's statement about Bangladesh election is unwanted, unintended and pro-Awami - adds, such statement hits democratic sentiments of people. (R. Today: 16)

The United States reiterates that Bangladesh's election was not free and fair - despite concerns about the poll, the country wants to work hand in hand with the Bangladesh government. (R. Today: 15,17)

Int'l aid for Rohingya refugees in BD is declining day by day - 47% of total demand was allocated in 2023 - govt. is expecting a one-billion-dollar aid package from WB Bank and ADB to deal with situation. (DW: 12)

The first phase of Bishwa Ijtema, the world's 2nd-largest Muslim congregation, is underway on the banks of Turag River in Tongi - the Tabligh Jamaat gathering will wrap up with a final prayer on Sunday. (VOA: 9,10)

According to an official document, government is set to enact a contractionary budget for 2024-25 fiscal lowering GDP growth to 6.9% aiming to reduce inflation rate and restore financial stability. (VOA: 9)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
মাঘ ২০, ১৪৩০ বাংলা, ফেব্রুয়ারি ০৩, ২০২৪, শনিবার, নং- ৩৪, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত নজরদারি এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। (জাগো এফ এম: ১৭)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমাবেশ বিশ্ব ইজতেমা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রাখবে এবং মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করবে। (জাগো এফ এম: ১৮)

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, নির্বাচনকে ঘিরে বিএনপি কী প্রতিক্রিয়া দেখালো তা নিয়ে বিচলিত নয় সরকার। এখন সরকারের মূল লক্ষ্য দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন করা। (রে. তেহরান: ১১, জাগো এফ এম: ১৮)

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাছান মাহমুদ বলেছেন, নির্বাচনে ভরাডুবি হবে জেনে বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। সরকারকে বৈধতা না দেয়ার জন্য বিদেশীদের দ্বারে দ্বারে এখন ঘুরছে তারা। (রে. টুডে: ১৬)

প্রকৃত আসামিকে পুলিশ ধরতে পারছে না বলেই সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যা তদন্তে সময় লাগছে বলে মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক - বলেন, সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ডের তদন্ত প্রয়োজনে ৫০ বছর সময় লাগতে পারে বলে যে বক্তব্য তিনি দিয়েছিলেন তা সংবাদ মাধ্যমে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। (রে. টুডে: ১৭)

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে রাশিয়ান রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য অনাকাঙ্ক্ষিত, অনভিপ্রেত ও আওয়ামী সুলভ, এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপি নেতা রুহুল কবির রিজভী - বলেন, রাশিয়ান রাষ্ট্রদূতের এ ধরনের বক্তব্য দেশের জনগণের গণতান্ত্রিক অনুভূতিকে আঘাত করেছে। (রে. টুডে: ১৬)

বাংলাদেশের নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি বলে আবারও জানিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র - নির্বাচন নিয়ে উদ্বেগ থাকলেও বাংলাদেশ সরকারের সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করতে চায় দেশটি। (রে. টুডে: ১৫,১৭)

বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা দিন দিন কমছে। সর্বশেষ ২০২৩ সালে মোট চাহিদার ৪৭ ভাগ অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক-এডিবি থেকে এক বিলিয়ন ডলারের সহায়তা প্যাকেজ প্রত্যাশা করছে সরকার। (ডয়চে ভেলে: ১২)

টঙ্গীর তুরাগ নদের তীরে শুরু হয়েছে তাবলীগ জামাতের সবচেয়ে বড় আয়োজন বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব - রবিবার আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হবে তাবলীগ জামাতের এই আয়াজন। (ভোয়া: ৯,১০)

মূল্যস্ফীতির হার কমানো এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য সংকোচনমূলক বাজেট প্রণয়ন করতে যাচ্ছে বলে এক সরকারি নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে - জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৬ দশমিক ৯ শতাংশে নামিয়ে আনা হচ্ছে বলেও সরকারি নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে। (ভোয়া: ৯)

বিবিসি

ঋণ পরিশোধে সরকারের হাতে কী কী বিকল্প আছে?

বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বাড়লেও আয় না বাড়ার কারণে পরিচালন ব্যয়ের পর ঋণ শোধ করা নিয়ে সরকারকে অনেকটা টানাপোড়েনের মুখে পড়তে হবে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এমন অবস্থায় সরকারের হাতে কী ধরনের বিকল্প রয়েছে তা নিয়ে ভিন্নমত রয়েছে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে। অনেকে বলছেন, ঋণের 'রিফাইনান্সিং' করে সময় বাড়ানো এবং ব্যয় কমানো একটা বিকল্প হতে পারে। এর সাথে দ্বিমত প্রকাশ করে অনেক অর্থনীতিবিদ আবার বলছেন, সরকার যদি ঋণের চক্রে পড়তে না চায় তাহলে আয় বাড়ানো ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত বিদেশি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯৯ বিলিয়ন ডলার। ২০০৯ সালের পর থেকে গত ১৪ বছরে এটি ৩২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর গত তিন বছরে এটি ৩৩.৬ শতাংশ বেড়েছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে রাজস্ব আয় না হওয়ার কারণে সরকারের আয় কমে গেছে। অর্থ সংকটের কারণে সবশেষ সার ও বিদ্যুৎ খাতের ভর্তুকির অর্থ পরিশোধের জন্য বিশেষ ধরনের বন্ড ছাড়ার মতো পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। এটিও এক ধরনের অভ্যন্তরীণ ঋণ। এমন পরিস্থিতিতে সরকার ঋণ ব্যবস্থাপনায় নতুন কৌশল প্রণয়ন করতে চাইছে। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হচ্ছে, এতে সহায়তা করতে চলতি মাসে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্বব্যাংকের একটি যৌথ কারিগরি দল বাংলাদেশে আসার কথা রয়েছে। চলতি অর্থবছর অর্থাৎ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পাঁচ লাখ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে সরকার। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংগ্রহ করবে চার লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা। আর বাকি অর্থ অন্য উৎস থেকে সংগ্রহ করার কথা রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে তিন লাখ ৭০ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এই অর্থবছরে সব মিলিয়ে তিন লাখ ২৫ হাজার ২৭২ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় করা হয়। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকা কম রাজস্ব আদায় হয়েছিল। রাজস্ব প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮.১২ শতাংশ। যাকে গত এক দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন প্রবৃদ্ধি বলে ধরা হচ্ছে। সেই অর্থবছরে ভ্যাট খাতে এক লাখ ৩৬ হাজার ৯০০ কোটি টাকা আয় করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু আয় হয়েছিল এক লাখ ২০ হাজার ৬৩৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকার মতো ঘাটতি ছিল।

২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব আয় হয়েছিল সব মিলিয়ে তিন লাখ ২ হাজার কোটি টাকা। একটি দেশের বিদেশি ঋণ হচ্ছে, ওই দেশটি বিভিন্ন দেশ, বিদেশি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যে ঋণ নেয় সেটি। বাংলাদেশ সাধারণত বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং বিদেশি বাণিজ্য ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে ঋণ নিয়ে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড এক্সটারনাল ডেট জানুয়ারি-জুন ২০২৩ নামে প্রকাশিত সবশেষ প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ৯৮.৯৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এরমধ্যে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের পরিমাণ ৮২.৯০ বিলিয়ন ডলার। আর স্বল্পমেয়াদী ঋণ ১৬.০৩ বিলিয়ন ডলার। ২০২২ সালের জুনের তুলনায় ২০২৩ সালের জুনে মোট বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ৩.৬৫ শতাংশ বেড়েছে। গত বছরের জুন পর্যন্ত সরকারি খাতে ঋণের পরিমাণ ছিল মোট ঋণের ৭৬.৬৮ শতাংশ। এ খাতে সবচেয়ে বেশি ঋণ নিয়েছে সরকার (৬৪.৫৭ বিলিয়ন ডলার)। এর পরেই আছে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান (৭ বিলিয়ন ডলার), কেন্দ্রীয় ব্যাংক (৪.৪৬ বিলিয়ন ডলার) এবং এনসিবি ব্যাংক (০.৬৫ বিলিয়ন ডলার)। আর বেসরকারি খাতে ঋণের পরিমাণ ২২.২৬ বিলিয়ন ডলার। গত বছরের এই সময়ের তুলনায় এই খাতে ঋণের পরিমাণ ১৪.২৩ শতাংশ বেড়েছে। বেসরকারি খাতে বেসরকারি নানা প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকগুলো স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে ঋণ নিয়েছে। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বছরের জুন মাস পর্যন্ত মাথাপিছু বৈদেশিক ঋণ ছিল ৫৭৯.৩১ মার্কিন ডলার। গত বছরের অক্টোবরের শেষ দিনে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল জানিয়েছিলেন, ২০২৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ৬২ হাজার ৩১২ দশমিক ৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। শুধু বৈদেশিক ঋণ নয়। অভ্যন্তরীণ নানা উৎসেও ঋণ রয়েছে বাংলাদেশ সরকারের। আন্তর্জাতিক মুদ্রা সংস্থা আইএমএফ এর তথ্য অনুযায়ী, গত অর্থবছর শেষে বাংলাদেশে সরকারের ঋণের পরিমাণ ছিল ১৪৭.৮ বিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩ এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭ লাখ ৮৭ হাজার ১৫৮ দশমিক ৬ কোটি টাকা। বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেনের মতে, ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে দুটি পথ আছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে সরকারি আয় বাড়ানো। এই আয়ের মধ্যে রয়েছে কর থেকে আয় এবং কর বহির্ভূত আয়। এই আয় বাড়িয়ে ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, নতুন ঋণ দিয়ে পুরনো ঋণকে পরিশোধ করা। একে 'রিফাইনান্সিং' বলা হয়। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, ধরা যাক ১০০ টাকার একটি ঋণ যা আগামী বছর পরিশোধ করার কথা রয়েছে। তো আগামী বছর আবার আরেকটি ১০০ টাকার ঋণ নিয়ে আগেরটি পরিশোধ করা হলো। এতে নতুন ঋণটি পরের বছর পরিশোধ করতে হবে বিধায় কিছুটা অতিরিক্ত সময় পাওয়া গেলো। এই দুটি উপায় ছাড়া বাংলাদেশ সরকারের হাতে আর কোনো পথ নেই বলে মনে করেন তিনি।

রাজস্ব আয় যদি বাড়ানো সম্ভব না হয় তাহলে এর বিকল্প হতে পারে সরকারের ব্যয় কমানো। "রেভিনিউ যদি না বাড়াতে পারে, তার খরচ যদি সে কমাতে পারে, তাহলে একই রেভিনিউ দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব", বলেন তিনি। তবে এসব পদ্ধতির মধ্যে সবচেয়ে ভালো বিকল্প হিসেবে সরকারের আয় বাড়ানোর দিকেই নজর দেয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি। তিনি বলেন, "নতুন ঋণ নিয়ে রিফাইনান্সিং তো বার বার করতে পারবেন না। আর রিফাইনান্সিং করে তো আপনি প্রবলেমটাকে পোস্টপোন করছেন, সলভ করছেন না।" তৃতীয়ত, সরকারের ব্যয়কে যৌক্তিকীকরণ বা অপচয় কমানোর ওপরও জোর দিয়েছেন তিনি। এক্ষেত্রে সরকারের মেগা প্রকল্পসহ সব ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয় যাতে যৌক্তিক হয় তা পর্যবেক্ষণের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। মি. হোসেন বলেন, সরকার বিভিন্ন প্রকল্পে কেনাকাটার ক্ষেত্রে যে মূল্যে পণ্য ও সেবা কিনে থাকে তা বাজারমূল্যের সাথে মেলালে সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। উদাহরণ হিসেবে তিনি বহুল আলোচিত 'পর্দা ও বালিশ কাণ্ডের' কথা উল্লেখ করেন। "দুর্নীতির কারণে সরকার অনেক অতিরিক্ত ব্যয় করে। উন্নয়ন প্রকল্পে কস্ট ওভাররানের (ব্যয়ের মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া) ইতিহাস তো নতুন কোনো ইতিহাস না। একটা ১০০ টাকার প্রজেক্ট বাস্তবায়ন শেষে দেখা যায় যে ৩০০, ৪০০ টাকা হয়ে গেছে। এখানে মিস প্রাইসিং ও ওভারপ্রাইসিং বড় বিষয়।"

এছাড়া সরকারি যেসব ব্যয় না করলে তেমন কোনো অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে না এমন ব্যয় কমানো যেতে পারে বলে মনে করেন তিনি। পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউটের প্রধান নির্বাহী আহসান এইচ মনসুর অবশ্য মনে করেন, সরকারি ব্যয় কমিয়ে আসলে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হবে না। তার মতে, শুধুমাত্র সরকারের আয় অর্থাৎ রাজস্ব বাড়ানোর মাধ্যমেই ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, "বিকল্প একটাই। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে হলে রাজস্ব বাড়াতে হবে। ধার করে বেশি দিন ঘি খাওয়া যায় না।" বাংলাদেশের রাজস্ব না বাড়ার পেছনে দুর্নীতি, প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং প্রক্রিয়াগত জটিলতা থাকাকে দায়ী করেন তিনি। তাই রাজস্ব খাতে মৌলিক সংস্কার আনা না হলে রাজস্ব আয় বাড়ানো সম্ভব হবে না। আর এটা যত দ্রুত সম্ভব করতে হবে বলে মনে করেন তিনি। "এখন করলে তিন থেকে পাঁচ বছর পরে ফল পাওয়া যাবে। সময় লাগবে।"

মি. মনসুর বলেন, রাজস্ব আদায়ের পুরো বিষয়টিকেই ঢেলে সাজাতে হবে। রাজস্ব জমা দেয়ার প্রক্রিয়ায় যাতে কোনোভাবেই সরকারি কোনো কর্মকর্তার সাথে রাজস্ব পরিশোধকারীর যোগাযোগ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে এমন ব্যবস্থা করতে হবে। এর মাধ্যমে দুর্নীতি কমবে এবং সরকার লাভবান হবে বলে মনে করেন তিনি। "ট্যাক্স পেয়ারের সাথে ট্যাক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কোনো দেখা-সাক্ষাৎ হবে না। ঘুসের আদান-প্রদান যাতে বন্ধ হয়ে যায়। তাহলে ঘুসে খেয়েই সব মেরে দেয়, সরকারের কাছে কিছু যায় না। প্রচুর হয়রানি হয়, পরে একটা কম্প্রোমাইজ হয়, পরে সরকার লুজার হয়", বলেন মি. মনসুর। তিনি বলেন, সরকার বড় পরিবর্তনের মাধ্যমে যদি রাজস্ব আয় বাড়াতে না পারে তাহলে ঋণ আরো বাড়তে থাকবে, মূল্যস্ফীতি কমানো যাবে না। পরিস্থিতি সামাল দিতে তখন অতিরিক্ত টাকা ছাপাতে হবে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারি খাতে বৈদেশিক ঋণ-জিডিপির হার ২১.৪৮ শতাংশ। সরকার অবশ্য বলছে যে, যেহেতু ঋণ-জিডিপির হার ৪৫ শতাংশ পর্যন্ত নিরাপদ মনে করা হয়, তাই ঋণ নেয়ার আরো সুযোগ রয়েছে এবং বাংলাদেশে নিরাপদ অবস্থানেই রয়েছে। তবে এটি মানতে নারাজ অর্থনীতিবিদ আহসান এইচ মনসুর। তিনি বলেন, ঋণ-জিডিপির হার আসলে কোনো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নয়। এটি দিয়ে তেমন কোনো কিছু বোঝায় না। জিডিপির একশ টাকার মধ্যে সরকারের ভাগ হচ্ছে ৭-৮ টাকা। ঋণ-জিডিপি দিয়ে কী হবে? তার মতে, আয়ের তুলনায় সরকারের ঋণের হার কত সেটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আয় বা রাজস্ব দিয়েই ঋণ পরিশোধ করা হয়ে থাকে। জিডিপি দিয়ে নয়। কারণ জিডিপির অর্থ সরকারের নয়। সেটা জনগণের। আর এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থা ভালো নয়। কারণ আয়ের তুলনায় ঋণের হার অনেক বেশি হয়ে গেছে। বাংলাদেশের রাজস্ব হার কম হওয়ার কারণে অন্যান্য দেশের সাথে তুলনা করে সঠিক চিত্র পাওয়া যাবে না বলেও মনে করেন মি. মনসুর। (বিবিসি ওয়েব পেজ :২.২.২৪ রিহাব)

নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরও যে কারণে আন্দোলন ধরে রাখতে চায় বিএনপি

ঢাকার মতিঝিলে পীরজঙ্গি মাজার এলাকা। গেলো মঙ্গলবার এখান থেকেই বিএনপি'র কালো পতাকা মিছিল বের হওয়ার কথা ছিল। তবে সেদিন দুপুরে নির্ধারিত সময়ের আগেই সেখানে পুলিশে শক্ত অবস্থান দেখা যায়। ফলে মিছিলের নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও কর্মসূচি পালনে বিএনপি'র কোনো নেতা-কর্মীকে আসতে দেখা যায়নি। দুয়েকজন এলেও পুলিশের অবস্থান দেখে সরে যান। শেষ পর্যন্ত দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় নির্ধারিত স্পটে আসেন গাড়িতে করে। পুলিশ যে সড়কে অবস্থান করছিলো তার বিপরীত সড়কে গাড়ি থেকে নেমে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন কিছুক্ষণ। তারপর গাড়িতে করেই স্থান ত্যাগ করতে দেখা যায় তাকে। ত্রিশে জানুয়ারি মতিঝিলের মতো উত্তরাতেও বিএনপি'র কর্মসূচি বাধার মুখে পড়ে। উত্তরায় কয়েকজন নেতা-কর্মীসহ দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান অবস্থান নেয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ তাকে আটক করে। যদিও ঐদিনই তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। এভাবেই সেদিন কোথাও গ্রেফতার, কোথাও নিরাপত্তা জোরদার করে ঢাকার যেসব স্থানে বিএনপি'র কর্মসূচি

নির্ধারিত ছিলো সেগুলোতে নেতা-কর্মীদের জড়ো হতে দেয়নি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। যদিও বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও কোথাও ঝটিকা মিছিল করেছেন দলটির নেতা-কর্মীরা। এছাড়া ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলায় কর্মসূচি পালন করতে দেখা গেছে বিএনপিকে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বাধার মুখে বিশেষতঃ ঢাকায় বিএনপির নেতা-কর্মীদের দাঁড়াতে না পারা আবারো দলটির সাংগঠনিক দুর্বলতাকেই স্পষ্ট করেছে বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু একদিকে দাবি আদায় না হওয়া অন্যদিকে নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরও আন্দোলন ধরে রেখে কী অর্জন করতে চাইছে বিএনপি?

আর এই আন্দোলনে বিএনপিসহ সমমনা দল এবং বিএনপি বলয়ের বাইরে থাকা ভোট বর্জনকারী দলগুলোরই বা আগ্রহ কতটা আছে সেটা একটা বড় প্রশ্ন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় নতুন কোনো কর্মসূচি পালন করেনি বিএনপি। দলটির নেতা-কর্মীরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছেন। নির্বাচন নিয়ে আমেরিকা, বৃটেনের মতো দেশগুলো প্রশ্ন তুললেও সেটা দৃশ্যত আওয়ামী লীগ সরকারের জন্য নতুন কোনো চাপ তৈরি করতে পারেনি। বিএনপিও এ সময় কোনো কর্মসূচি দেয়নি। তবে শেষ পর্যন্ত গেলো সাত দিনে তিন দফায় কালো পতাকা মিছিলের মতো কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি। যদিও এসব মিছিল/সমাবেশে আগের মতো নেতা-কর্মীদের উপস্থিতি সেভাবে দেখা যায়নি। বিশেষ করে ঢাকায় কর্মসূচি নিয়ে সর্বশেষ দলটির দাঁড়াতে না পারা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। যদিও বিএনপির কর্মসূচিতে ঢাকায় কী হয়েছে সেটাকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে চান না দলটির কেন্দ্রীয় নেতা বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদীন ফারুক। তিনি বলছেন, দলের মধ্যে হতাশা-নিরাশা নেই। ঢাকায় দুয়েকটি স্থানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বাধা থাকলেও তার ভাষায় বিএনপি'র কর্মসূচিকে 'আটকে রাখা যায়নি'। তিনি বিবিসিকে বলেন, "আমরা এই সপ্তাহে যেসব কর্মসূচি পালন করেছি, দুয়েকটা জায়গা ছাড়া কোথাও পুলিশের বাধা কাজ করেনি। হাজার হাজার নেতা-কর্মী বিভিন্ন জেলায় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে। এটাতেই প্রমাণ করে বিএনপি এখনও নিরাশ নয়। আমরা উজ্জীবিত আছি। আন্দোলনও চলবে।"

কিন্তু বাধার মুখে ঢাকাসহ যেসব স্থানে বিএনপি কর্মসূচি পালন করতে পারেনি সেটা দলটির সাংগঠনিক দুর্বলতাকেই স্পষ্ট করছে কি-না এমন প্রশ্নে জয়নুল আবদীন ফারুক দাবি করেন, এটা বরং আওয়ামী লীগেরই দুর্বলতাকে আবারো স্পষ্ট করেছে। "স্বৈরাচাররা ক্ষমতায় থাকার জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার করে, রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে। এখানে আওয়ামী লীগের কোন ক্ষমতা নেই বিএনপিকে রাস্তায় ঠেকায়। রাষ্ট্রযন্ত্র নিরপেক্ষতা বজায় রাখুক, একদিনের জন্যও তারা ক্ষমতায় থাকতে পারবে না।" আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে গত ষোল বছর ধরেই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আন্দোলন করে এসেছে বিএনপি। নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারের আন্দোলনেও পার হয়েছে এক যুগেরও বেশি সময়। এর মধ্যে একে একে তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু বিএনপি লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়নি। সর্বশেষ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেও বিএনপির যে আন্দোলন সেটাতেও তারা সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে পারেনি। কিন্তু নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর এখন এটা স্পষ্ট যে দাবি আদায় না হলেও বিএনপি আন্দোলন ধরে রাখতে চায়। কিন্তু সুস্পষ্ট ফল ছাড়া এমন কর্মসূচি ধরে রেখে বিএনপির অর্জন কী? দলটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সহ-সম্পাদক রুমিন ফারহানা অবশ্য বলছেন, গণ-মানুষের যে দাবি এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা সেখান থেকে সরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই বিএনপি'র। "এই কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে কারণ, বাংলাদেশের আঠারো কোটি মানুষ বিশ্বাস করে যে গত সাতই জানুয়ারি বাংলাদেশে আসলে কোনো নির্বাচন হয়নি এবং মানুষের যে ভোটের অধিকার সেটাও তারা প্রয়োগ করতে পারেনি। সে কারণেই এই কর্মসূচি জারি থাকা মানা হচ্ছে মানুষের সঙ্গে থাকা, মানুষের দাবির পাশে থাকা। আমরা আজকেই একটা কিছু করবো, কালকেই এটার ফল পাওয়া যাবে - এমনটা নাও হতে পারে। কিন্তু একটা বিষয় পরিস্কার যদি আমাদের দাবি জনগণের দাবি হয় এবং ন্যায্য দাবি হয়, তাহলে সেটা আজকে হোক কিংবা কালকে হোক অর্জিত হবেই", বলছিলেন রুমিন ফারহানা। নির্বাচনের পর বিএনপি'র পাশাপাশি ভোট বর্জন করা অন্যান্য দলগুলোও কমবেশি বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে। যুগপৎ আন্দোলনে থাকা জামায়াতসহ সমমনা অন্যান্য দল যেমন আছে, তেমনি যুগপৎ আন্দোলনে নেই এমন কিছু বাম দলও আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছে। বিএনপি মনে করছে, নির্বাচন বর্জনকারী সব দল কর্মসূচিতে থাকলে সেটা আন্দোলনে গতি সঞ্চার করবে। অন্যদিকে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ধরে রাখতে পারলে, দ্রব্যমূল্যসহ অর্থনীতি নিয়ে বেকায়দায় থাকা সরকারের জন্য 'জন রোষ' সামাল দেয়া কঠিন হবে। ফলে নির্বাচনের পরে বিএনপির এখনকার কর্মসূচিতে দ্রব্যমূল্য এবং অর্থনৈতিক সংকট একটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাজেন্ডা হিসেবেই উঠে আসছে। তবে দলটি চায় ভোট বর্জনকারী সবগুলো দলই আন্দোলনে থাকলে সেটা বাড়তি সুবিধা দেবে।

জামায়াতে ইসলামী ইতোমধ্যেই যুগপৎ ধারায় আলাদাভাবে কর্মসূচি পালন করছে। গণঅধিকার পরিষদও মাঠে আছে। আছে গণতান্ত্রিক মঞ্চসহ সমমনা জোট। এর বাইরে বামপন্থী সাতটি দলের 'বাম গণতান্ত্রিক জোট'ও 'গণতন্ত্র এবং ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনা'র আন্দোলন শুরুর কথা জানিয়েছে। বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক রুহিন হোসেন প্রিন্স বিবিসিকে বলেন, সরকার বিরোধী আন্দোলনে তাদের জোট নিজেদের মতো করেই অংশ নেবে। "আমরা বলছি যে চলমান দুঃশাসন এবং একক কর্তৃত্ববাদি শাসনের অবসানের জন্য যার যার অবস্থান থেকে দলগুলো রাজপথে নামুক।

কেউ ডানপন্থী অবস্থান থেকে করবে, কেউ বামপন্থী অবস্থানে থেকে করবো। তবে এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট যে আমরা একদফায় থাকবো না। দ্রব্যমূল্যসহ জনজীবনের ইস্যু, তার সঙ্গে ভোটাধিকার এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এই লক্ষ্যে আমরা পুরো সংগ্রামক অগ্রসর করবো।" কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে ভোট বর্জনকারী দলগুলোর আন্দোলন দানা বেঁধে উঠলেও এই আন্দোলনে খুব একটা জোর দেখছেন না রাজনীতি বিশ্লেষক জোবাইদা নাসরীন। তিনি বলেন, যখন একটা দল চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় আসে তখন তার দাপট অনেক বেশি থাকবে এটাই স্বাভাবিক। এর বিপরীতে বিরোধী দলগুলো যে কারণেই হোক সেরকম শক্তিশালী নয় এখন। "বিএনপি বলুন কিংবা বাম মোর্চা তারা সেভাবে আন্দোলনে জনসম্পৃক্ততা পায়নি। এবং এ মুহূর্তে বিএনপিও কিছুটা অসংগঠিত। নতুন কোনো নীতি কৌশল সেভাবে তারা নির্ধারণ করতে পারেনি বলেই মনে হচ্ছে। ফলে এমন অবস্থায় এসব দলগুলো সরকারের জন্য বড় কোনো চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। দলের কর্মসূচিকে নিজের কর্মসূচি মনে করে জনগণ বের হয়ে আসবে - এমন পরিস্থিতিতে আন্দোলন নিয়ে যাওয়ায় মুন্সিয়ানার উপর নির্ভর করবে তারা সরকারকে কতটা চ্যালেঞ্জ দিতে পারবে।" জোবাইদা নাসরীনের মতে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ আছে। অর্থনীতি নিয়ে সরকারও বেকায়দায় আছে। ফলে এসব বিষয় সামনে এনে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। বিএনপি ২০২২ সালে সরকার বিরোধী আন্দোলনের যে সূত্রপাত করেছিলো, সেখানে শুরুতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মতো জনসম্পৃক্ত দাবিগুলো সামনে নিয়ে এসেছিলো দলটি। একপর্যায়ে সেখান থেকে একদফা আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু সেই একদফা আন্দোলন কার্যত ব্যর্থ হওয়ার পর এখন আবারো দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মতো জনসম্পৃক্ত দাবিগুলো তুলে ধরতে চায় বিএনপিসহ ভোট বর্জনকারী দলগুলো। কিন্তু এটি কতটা জোরালো রূপ পাবে, আপাতদৃষ্টিতে দলগুলোর অসংগঠিত অবস্থা দেখে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে অনেকের মধ্যেই। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২.২.২৪ রিহাব)

ভালো ও খারাপ ব্যাংক একীভূত হলে কী হয়? গ্রাহকদের কী হবে?

ব্যাংকিং খাতকে সংস্কারের উদ্দেশ্যে দেশের সব দুর্বল বা খারাপ ব্যাংককে সবল বা ভালো ব্যাংকের সাথে একীভূত (মার্জার) করার পরামর্শ দিচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশে বর্তমানে ৬১টি ব্যাংক আছে। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, এর মধ্যে ৪০টির মতো ব্যাংক ভালো করলেও বাকি ব্যাংকগুলোর অবস্থা সুবিধাজনক নয়। ব্যাংকিং খাতে কোনও দুর্বল প্রতিষ্ঠান থাকলে পুরো খাতই ঝুঁকির মাঝে থাকে এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে এর প্রভাব পড়ে। খারাপ ব্যাংকগুলোকে ভালোগুলোর সাথে একীভূত করা গেলে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে বলে মনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। একীভূত করার প্রসঙ্গ এলেই কিছু প্রশ্ন সামনে উঠে আসে। ব্যাংক একীভূত করার কথা এলেই বারবার উঠে আসছে 'পিসিএ' এর নাম। যেমন, দুর্বল ব্যাংকগুলোকে একীভূত করা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মেজবাউল হক বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, "কোনও ব্যাংক যদি পিসিএ'র পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে না পারে, তখন মার্জারের মতো অপশনও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে থাকবে।" এখন প্রশ্ন হলো, পিসিএ কী? কেন এটি এত গুরুত্বপূর্ণ?

২০২৩ সালের পাঁচই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংক 'প্রম্পট কারেক্টিভ অ্যাকশন (পিসিএ) ফ্রেমওয়ার্ক' শীর্ষক এক সার্কুলার দেয়। দুর্বল ব্যাংকগুলোর সংকট কাটিয়ে তোলার পদক্ষেপের অংশ হিসেবে এই ফ্রেমওয়ার্কটি তৈরি করা হয়েছিল। এতে আরও উল্লেখ আছে যে ব্যাংকগুলো যদি পিসিএ বাস্তবায়ন করতে না পারে এবং দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়, তাহলে একীভূত করার মতো পদক্ষেপও নিতে পারবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। "এটা এমন না যে কালকেই মার্জ হচ্ছে। এটা একটা ডিরেকশন। পিসিএ-তে যে সমস্ত কথাবার্তা বলেছে, সে অনুযায়ীই বাংলাদেশ ব্যাংক এখন থেকেই আমাদেরকে প্রস্তুতি নিতে বলছে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান। সে সার্কুলারে বলা হয়, ২০২৫ সালের ৩১শে মার্চ থেকে পিসিএ ফ্রেমওয়ার্ক কার্যকর করা হবে। অর্থাৎ, তখন থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেখা শুরু করবে যে কোন ব্যাংক কী অবস্থায় আছে। "পিসিএ ২০২৫ সালের মার্চে চালু হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক বলেছে যে ২০২৫ সালের পর আমরা যখন দুর্বল ব্যাংকগুলোকে চিহ্নিত করবো, তখন মার্জিং-এর দিকে যাবো", বলেন মি. রহমান।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখপাত্র মেজবাউল হক বিবিসি বাংলাকে বলেন, "ব্যাংকগুলোর প্রতি আমাদের নির্দেশনা হলো মার্চের আগেই পিসিএ'র পূর্ণ বাস্তবায়ন। তবে বাস্তবায়িত না হলেই যে মার্জ করা হবে, এমন না। বাংলাদেশ ব্যাংকের হাতে এই অপশন ছাড়া আরও অপশন আছে। সব অপশনেই বাংলাদেশ ব্যাংক যেতে পারে। সেটাই কাল বলা হয়েছে", যোগ করেন তিনি।কাল বলতে তিনি গত ৩১শে জানুয়ারিতে ব্যাংকার্স সভায় দেয়া বক্তব্যকে বুঝিয়েছেন। সেদিন দেশি-বিদেশি ব্যাংকের ঊর্ধ্বতনদের সঙ্গে আয়োজিত সভায় ভালো-খারাপ ব্যাংক একীভূত করার পরামর্শ দেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার। ব্যাংকার্স সভা শেষে সাংবাদিকদেরকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখপাত্র মি. হক বলেছিলেন, ''গভর্নর সব ব্যাংকারদের জানিয়েছেন, বাংলাদেশ ব্যাংক কোন কোন সংস্কারের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে।" যাদের অবস্থা একেবারেই দুর্বল; তাদের ক্ষেত্রে ঋণ বিতরণ, আমানত সংগ্রহ থেকে শুরু করে কার্যক্রমের ওপর বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে বলে জানান তিনি। "আবার কোনও কোনও ব্যাংককে একীভূত করেও দেওয়া

হতে পারে", উল্লেখ করে তিনি জানান, "তবে এর মাঝে ব্যাংকগুলোর আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলে একীভূত করার সম্ভাবনা নেই"।

ব্যাংক নির্বাহীদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশের (এবিবি) চেয়ারম্যান ও ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সেলিম আর এফ হোসেন বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আমার মনে হয় ২০২৬ সাল থেকে একীভূতকরণ আরম্ভ হয়ে যাবে। এরকম কোনও রেগুলেশন বের হয়নি। তবে মনে হচ্ছে, তাই হবে।" অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, খারাপ ব্যাংককে ভালো ব্যাংকের সাথে একীভূত করা কিছুটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। বিশ্বব্যাংক ঢাকা অফিসের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বিবিসি বাংলাকে বলেন, "ব্যাংকিং খাতে কোনও দুর্বল প্রতিষ্ঠান থাকলে পুরো খাতই ঝুঁকির মাঝে থাকে। এই ঝুঁকি এড়ানোর একটা অপশন হলো মার্জার। তবে এটি কীভাবে হবে, তা আমরা এখনও জানি না।"

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আনিস এ খান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "দেশে ৬০টির বেশি ব্যাংক। অথচ, খুঁজলে ৬০টি ভালো সিইও পাওয়া যাবে না। তাহলে ব্যাংক তো দুর্বল হবেই। সেজন্যই দেশের ব্যাংকগুলোকে একত্রিত করার কথা আমরা অনেকদিন ধরেই বলে আসছি।" তিনি বলেন, কোনও দুর্বল ব্যাংক যদি একটা ভালো ব্যাংকের সাথে একীভূত হয়, তাহলে দুই প্রতিষ্ঠানেরই লাভ হবে। কারণ দু'টো ব্যাংক এক হওয়ার পর সেটি আরও বড় ও শক্তিশালী হয়। "আমি ভালো ব্যাংক। আমার সাথে একটা খারাপ ব্যাংক এলেই আমি খারাপ হয়ে যাচ্ছি না। বরং, ও এলে আমি ওর মূলধন পাচ্ছি। ওর আউটরিচ পাচ্ছি...অপারেটিং কস্ট কমবে। একটা মেশিনে চলবে, তাই সাশ্রয় হবে। একটা কার্ড সিস্টেম থাকবে। এরকম অনেক বিষয় আছে এখানে।"

তবে প্রাপ্তির পাশাপাশি খারাপ ব্যাংকের ডিপোজিট, ঋণ, ব্রাঞ্চ, শাখাও ভালো ব্যাংকের অধীনে চলে যাবে বলে জানান মি. খান। ব্যাংকাররাও মনে করেন যে একটা ভালো ব্যাংক যদি খারাপ ব্যাংকের সাথে যুক্ত হয়, তাহলে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব এবং তাতে করে দেশের পুরো ব্যাংকিং খাতে পরিবর্তন আসতে পারে। মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, "আমি যা বুঝতে পারছি, বেশ কতগুলো ব্যাংকের অবস্থা ভালো না। সেগুলোকে রিফর্ম (সংস্কার) করা দরকার। বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টর এখন যে অবস্থায় আছে, এভাবে চলতে পারে না। এটা সিস্টেমের ইস্যু হয়ে যাচ্ছে এখন। দিনশেষে, ব্যাংক হলো ইকোনমির হার্ট। ইকোনমি রান না করলে দেশ চলবে কীভাবে? খারাপ ব্যাংকের দুর্বল ব্যবস্থাপনা থাকতে পারে। হয়তো তার ওভারঅল সিস্টেম ভালো না। সেখানে একটা ভালো ব্যাংক গিয়ে তার দুর্বল জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করে ওভারঅল পার্ফরম্যান্স ইম্প্রুভ করতে পারে", যোগ করেন মি. রহমান।

এবিবি চেয়ারম্যান সেলিম আর এফ হোসেনও বলেন, দু'টো ব্যাংক এক করলে ভালো কিছু হতে পারে। "অন্যান্য দেশেও মার্জার একুইজেশন হয়েছে। এটা নতুন কিছু না। এটা একটা গন্তব্য। এখানে যেতে অন্তত দুই বছর অপেক্ষা করতে হবে এবং এর জন্য ব্যাংকগুলোকে প্রস্তুতি নিতে হবে এখন থেকে।" এই খাতের বিশেষজ্ঞরা বলছেন, খারাপ ও ভালো ব্যাংক একীভূত করা হলে ডিপোজিটর অর্থাৎ গ্রাহক পর্যায়ে কোনও ভোগান্তি হওয়ার কথা না। কারণ একটা ভালো ব্যাংক যখন একটা খারাপ ব্যাংকের দায়িত্ব নিবে, তখন তারা সবদিক বিবেচনা করবে। মি. হোসেন এ বিষয়ে বলেন, "মার্জ মানে ওদের (খারাপ ব্যাংক) ব্যালেন্স শিট আর আপনার (ভাল ব্যাংক) ব্যালেন্স শিট এক হওয়া। তখন ভালো ব্যাংককে ডিপোজিটরদের দায়িত্বও নিতে হবে। তারা যদি বলে যে আমরা ডিপোজিটরদের টাকা নিবো না, তা তো হয় না। "যে ব্যাংক দায়িত্ব নিচ্ছে, তারা যদি শক্তিশালী হয় এবং তাদের যদি ভালো গভর্নিং বডি থাকে, তাহলে গ্রাহক পর্যায়ে কোনও সমস্যা হবে না। ডিপোজিটরদের বিষয়টা নিশ্চিত করেই মার্জ করতে হবে।" তবে এক্ষেত্রে দায়িত্ব নেয়ার আগে ভালো বা শক্তিশালী ব্যাংকগুলোকে ভাবার পরামর্শ দেন তিনি।

তিনি বলেন, "দায়িত্ব নেয়ার আগে দেখতে হবে যে ডিপোজিটরদের অ্যাগেইনস্টে দুর্বল ব্যাংকের কেমন সম্পদ আছে। সম্ভবত কম থাকারই কথা। কারণ ডিপোজিটের থেকে সম্পদ কম বলেই ওরা দুর্বল। তাই, ভালো ব্যাংককে ওটা জেনেশুনেই নিতে হবে যে আমি যে ব্যাংকটিকে নিচ্ছি, তার 'ডিপোজিট লায়াবিলিটি' আছে।" দুর্বল ব্যাংককে একীভূত করার ক্ষেত্রে বড় কোনও সমস্যা দেখছেন না অর্থনীতিবিদরা। তবে তারা এটা বলছেন যে একীভূত করা হলে অনেক মানুষ তাদের চাকরি হারাবে এবং তখন এটি একটি মানবিক ইস্যু হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, কোনও ভালো ব্যাংক যখন খারাপ কোনও ব্যাংকের দায়িত্ব নিবে, তখন তারা স্বভাবতই কর্মী নিয়োগের বেলায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে চাইবে। অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, "ম্যানপাওয়ার নিয়ে একটা জটিলতা আছে এখানে। কারণ এখানে সবার আগে এটা বুঝতে হবে যে যারা নিচ্ছে, তারা এক্সিস্টিং স্টাফদের রাখার শর্তে নিচ্ছে, নাকি ব্যাংককে রিঅর্গানাইজ করার শর্তে নিচ্ছে।" তবে সাধারণত পুরাতন কর্মীদেরকে রাখার শর্তে একীভূত হতে রাজি হয় না কোনও ব্যাংক। কারণ, একটি ব্যাংক এই ধরনের বিপদের মাঝে পড়ে তার কর্মীদের গাফেলতির জন্যই। "ব্যাংকের বিপদ মানে, তার এক্সিস্টিং স্টাফরা ব্যাংক ঠিকভাবে চালায় নাই। তাহলে পুরাতন কর্মীদের রাখার বাধ্যবাধকতার মাঝে কেন পড়বে ভালোরা? তাই, ঐ ফ্রিডমটা তারা চাইবেনই যে আই উইল পিক দ্য পার্সন। কারণ, প্রায় সব দুর্বল ব্যাংকগুলোতে দক্ষ

ম্যানপাওয়ারের অভাব আছে", ব্যাখ্যা করেন তিনি। একীভূত করা হলে অনেক কর্মীর চাকরিচ্যুত হওয়ার শঙ্কা ছাড়া অন্য সমস্যা দেখেন না মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মি. খানও। "জটিলতা শুধু একটাই, চাকরি যাবে।" কিন্তু তারপরও তিনি একীভূত করার পক্ষে। এমনকি শুধু প্রাইভেট ব্যাংক না, সরকারি ব্যাংকের ক্ষেত্রেও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিৎ বলে মনে করেন এই সাবেক ব্যাংকার। "একীভূতকরণ সরকারি ব্যাংকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। এটা হোক। তাতে কী? এর আগে বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা এবং বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক মিলে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক হয়েছে। সেটা তো অনেক ভালোভাবে চলছে এখন", বলেন তিনি। "আমি মনে করি- সোনালি, জনতা, রূপালি এগুলোকেও একসাথ করে দিক। তখন এটি অনেক শক্তিশালী এবং বড় ব্যাংক হবে। এভাবে রেখে তো কোনও লাভ নেই। আর একত্রিত করার সময় যাদের চাকরি যাবে, তাদেরকে চলে যাওয়ার সময় টাকা-পয়সা দিয়ে দিবে।" একীভূত করাকে শুধু অর্থনীতিবিদরাই ইতিবাচকভাবে দেখছেন না। ব্যাংকাররাও এটিকে সুনজরে দেখছেন। কিন্তু সেইসাথে তারা এও ভাবছেন যে তারা কেন এই দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তারা এও বলছে, ভালো ব্যাংককে কোনও বাড়তি সুবিধা না দিলে তারা এতে আগ্রহী হবে না।

মি. রহমান বলেন, "বাংলাদেশ ব্যাংক হয়তো বলবে, আমরা তোমাদের পলিসি সাপোর্ট দিবো। মানে, নিশ্চয়ই তারা কোনও না কোনও সুবিধা দিবে। নয়তো আমরা কেন যাবো? একীভূত করা নিয়ে ভালো ব্যাংকের অবজারভেশন আপাতত এটাই, হোয়াট ইজ দেয়ার ফর আস?" যদি শেষ পর্যন্ত দুর্বল ব্যাংকগুলোকে একীভূত করা হয়, তাহলে কোন প্রক্রিয়ার মাঝ দিয়ে এটা হবে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত গাইডলাইন দিবে সরকার। "সরকার যখন বলেছে, আমরা সাপোর্ট দেবো। কিন্তু আমাদের দেখতে হবে যে কী সাপোর্ট দিবে। এটা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। গাইডলাইন এলে আরও বিস্তারিত আলোচনা হবে।" এবিবি চেয়ারম্যান সেলিম আর এফ হোসেন বলেন, পূর্ণাঙ্গ রেগুলেশন এলে বোঝা যাবে যে কোনো ব্যাংক কোন শর্তে একটা দুর্বল ব্যাংকের সাথে 'মার্জ' করবে। "কোন ব্যাংক নিবে, কোন ব্যাংক নিবে না; কোনও ব্যাংক নিজ থেকে নিবে, নাকি কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলবে; এই ব্যাপারে মন্তব্য করা সম্ভব না, যতক্ষণ পর্যন্ত পলিসি সামনে আসে। এখনও সবটা ধারণা। রেগুলেশন ২০২৫ সালের শেষে বা ২০২৬ সালের শুরুতে আসবে", বলেন তিনি।কোনও ব্যাংক একীভূত হবে নাকি হবে না, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার আছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মি. হক এ প্রসঙ্গে বলেন, "বাংলাদেশ ব্যাংকও করতে পারে। আবার কোনও ব্যাংক চাইলে নিজেও করতে পারে। ব্যাংক কোম্পানি আইনেই এই প্রভিশন দেয়া আছে।" তিনি বলেন, সরকারি-বেসরকারি যেকোনও ব্যাংক 'ব্যাংক কোম্পানি (সংশোধন) আইন-২০২৩' অনুযায়ী পরিচালিত হয়। সেক্ষেত্রে, একীভূত করার নিয়মও সবার জন্য প্রযোজ্য। তবে কোনও ব্যাংককে একীভূত করার জন্য জোর করতে পারে না বাংলাদেশ ব্যাংক। "আইন অনুযায়ী, তারা আমাদের একীভূত করার জন্য জোর করতে পারে না। কিন্তু সেখানে আবার এটাও বলা আছে, জনহিতকর কাজে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সবসময় আপনাকে বলতে পারে", বলছিলেন মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মি. রহমান। যদিও অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলছে, বাংলাদেশ ব্যাংক একীভূত করার ক্ষেত্রে 'ফোর্স' করতে পারে। কারণ দুর্বল ব্যাংককে একীভূত করা হয়, যখন অন্য কোনও উপায় হাতে থাকে না আর। "বাংলাদেশ ব্যাংক তাদেরকে বাধ্য করতে পারে। এমন তো না যে সরকার হুট করে একীভূত করার কথা বলছে। সে একটা ধারাবাহিকতা মেনে সবটা করছে। তাকে এর আগে সুযোগ দেয়া হয়েছে", বলেন তিনি। সাধারণত একীভূত করা মানে, ব্যাংকটিকে রক্ষা করার শেষ চেষ্টা। কোনও ব্যাংক যদি এতে রাজি না হয়, তাহলে তার শেষ পরিণতি হতে পারে বন্ধ হয়ে যাওয়া। "মার্জ না করতে চাইলে ইমিডিয়েট অপশন হলো, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রম্পট কারেক্টিভ অ্যাকশন (পিসিএ) ফ্রেমওয়ার্কের মতো আরেকটা এনে তাদেরকে ব্যালেন্স শিট ঠিক করতে বলা", বলেন মি. হোসেন। "সেটা না হলে বিদ্যমান ম্যানেজমেন্ট ঠিক করতে হবে। কাজ না হলে বোর্ডটাকেও বদলানোর কথা ভাবতে হবে। সেটাও কাজ না করলে মার্জ। এক্ষেত্রে মার্জে আগ্রহী না হলে শেষমেশ ব্যাংক বন্ধ করে দিতে হবে।" কিন্তু কোনও ব্যাংক পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেলে তা দেশের জন্য ভালো উদাহরণ তৈরি করে না বলে মনে করেন তিনি।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০২.২০২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

মালয়েশিয়ায় ডিটেনশন সেন্টার থেকে পালিয়ে গেছে ১০০ জনেরও বেশি রোহিঙ্গা

মালয়েশিয়ায় অভিবাসী ডিটেনশন সেন্টারে বিক্ষোভের পর সেখান থেকে পালিয়ে গেছে ১০০ জনেরও বেশি রোহিঙ্গা। শুক্রবার (২ ফেব্রুয়ারি) মালয়েশিয়া কর্মকর্তারা এ তথ্য জানান। অভিবাসন বিভাগের মহাপরিচালক রুসলিন জুসোহ এক বিবৃতিতে বলেন, বৃহস্পতিবার রাতে পেরাক রাজ্যের একটি কেন্দ্র থেকে ১৩১ জন বন্দি পালিয়ে গেছে। তাদের খুঁজে বের করতে প্রায় ৪০০ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, পালানোর সময় একজন সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে। তবে কী কারণে এ ঘটনা ঘটেছে সে বিষয়ে তিনি বিস্তারিত কিছু জানাননি।

জেলা পুলিশ প্রধান মোহাম্মদ নাঈম আসনাওয়িকে উদ্ধৃত করে জাতীয় বারনামা নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, কেন্দ্রে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ার পর অভিবাসীরা পুরুষ ব্লক থেকে পালিয়ে যায়। সন্দেহভাজনদের মধ্যে ১১৫ জন রোহিঙ্গা এবং ১৬ জন

মিয়ানমারের নাগরিক রয়েছে। তারা সবাই পুরুষ। বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা বা বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরে দুর্দশা থেকে বাঁচতে চাওয়া মুসলিম রোহিঙ্গাদের জন্য মালয়েশিয়া একটি পছন্দের গন্তব্য। মালয়েশিয়া শরণার্থীর মর্যাদা দেয় না, তবে এখানে প্রায় ১ লাখ ৮০ হাজার শরণার্থী এবং জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার স্বীকৃত আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে এক লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা এবং মিয়ানমারের অন্য জাতিগোষ্ঠী রয়েছে। হাজার হাজার মানুষ সমুদ্রপথে আসার পর অবৈধভাবে দেশটিতে অবস্থান করে।

উল্লেখ্য, মালয়েশিয়ায় দুই বছরের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এমন ঘটনা ঘটল। ২০২২ সালে উত্তরাঞ্চলীয় পেনাং রাজ্যে বিক্ষোভ করে বন্দিদশা থেকে পালিয়ে যায় ৫২৮ জন রোহিঙ্গা শরণার্থী। পরে তাদের বেশির ভাগকেই আটক করা হয়। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০২.০২.২০২৪ নারগীস)

২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬.৯ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে : সরকারি নথি

মূল্যস্ফীতির হার কমানো এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য সংকোচনমূলক বাজেট প্রণয়ন করতে যাচ্ছে বলে এক সরকারি নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটের আকার ৮ লাখ ৫ হাজার কোটি টাকা হতে পারে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে আগের অর্থবছরগুলোর তুলনায় ১০ থেকে ১২ শতাংশ কমিয়ে ব্যয় বৃদ্ধি ৮ শতাংশ নির্ধারণ করা হচ্ছে। একইসঙ্গে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রাও ৬ দশমিক ৯ শতাংশে নামিয়ে আনা হচ্ছে। চলতি বাজেটে যা ৭ দশমিক ৫ শতাংশ। সরকার প্রবৃদ্ধি অর্জনের চেয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বেশি মনোযোগ দিচ্ছে।

নথিটিতে আরও উল্লেখ করা হয়, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বিদ্যমান বাজেটে মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা ৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ করার চিন্তাভাবনা করছেন নীতি-নির্ধারকেরা। এ ছাড়া, বিদ্যমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে চলতি অর্থবছরের (২০২৩-২৪) বাজেট পুরোপুরি বাস্তবায়নযোগ্য হবে না। ফলে অন্তত ৫২ হাজার কোটি টাকা কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। অর্থনৈতিক সংকট ও কৃচ্ছ্র সাধন কর্মসূচি হাতে নিয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সম্প্রসারণমূলক বাজেট দেওয়া থেকে সরে আসছে অর্থ বিভাগ।

বাজেট প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত অর্থ বিভাগের একজন অতিরিক্ত সচিব বৃহস্পতিবার ইউএনবিকে বলেন, "রাজস্ব আদায় কম, আমদানি-রপ্তানি পরিস্থিতি ভালো না হওয়ায় নতুন বাজেট হবে বেশ সংকোচনমূলক। আগামী বছরও এ অবস্থা অব্যাহত থাকতে পারে। সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।" তিনি বলেন, আগামী বাজেটের আকার মোট ব্যয় ৮ লাখ ৫ হাজার কোটি টাকা, আয় ৫ লাখ ৫৫ হাজার কোটি টাকা এবং ঘাটতি ২ লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকা। এ ক্ষেত্রে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের তুলনায় আকার বাড়ছে ৪৩ হাজার কোটি টাকা। রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা বাড়বে ৫১ হাজার ১০০ কোটি টাকা।

অর্থ বিভাগের আরেকজন কর্মকর্তা বলেন, সাধারণত চলতি বছরের বাজেটের তুলনায় নতুন বাজেটের আকার ১০ থেকে ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। তবে এবার তা ৮ শতাংশেরও কম বাড়বে। অনেক সামঞ্জস্য করে রাজস্ব আদায়ের আকার হিসাব করা হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই কর্মকর্তা বলেন, রাজস্ব আদায় কমেছে, আমদানি-রপ্তানি কমছে। এসব বিষয় বিবেচনায় বিগত বছরগুলোর তুলনায় বড় বাজেট দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের (২০০৭ সালে ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত) উপদেষ্টা ড. এ বি মির্জা আজিজুল ইসলাম ইউএনবিকে বলেন, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সম্প্রসারণমূলক বাজেট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক। তিনি বলেন, "বর্তমানে প্রতিটি সরবরাহে অনিশ্চয়তা রয়েছে। বিনিয়োগ আশানুরূপ সম্প্রসারিত হচ্ছে না। এ অবস্থায় ৭ শতাংশের বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন বেশ চ্যালেঞ্জিং।" মির্জা আজিজুল বলেন, "মূল্যস্ফীতি এখন ১০ শতাংশ, যা কমার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তাই জিডিপি প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়াটাই যুক্তিযুক্ত।"

এ বিষয়ে পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, সময়ের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাজেট সম্প্রসারণ না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, "রাজস্ব আদায় বাড়াতে না পারলে বাজেটের আকার বাড়ানোয় কোনো লাভ নেই। ডলার ও রাজস্ব আদায়ে চ্যালেঞ্জ তো আছেই। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বাজেটের আকার নির্ধারণ করতে হবে। ফলে স্বল্প প্রবৃদ্ধির বাজেট সঠিক হবে।"

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০২.০২.২০২৪ নারগীস)

বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব শুরু

গাজীপুরের টঙ্গীর তুরাগ তীরে শুক্রবার (২ ফেব্রুয়ারি) ফজর নামাজের পর পাকিস্তানের মাওলানা আহমদ বাটলার আমবয়ানের মধ্যদিয়ে শুরু হয়েছে ৫৭তম বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব। তাবলীগ জামাত আয়োজিত মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই জমায়েতে তাৎক্ষণিকভাবে ওই বয়ান বাংলায় তরজমা করছেন এদেশের মাওলানা নূরুর রহমান।

শীত ও বৃষ্টিসহ নানা ভোগান্তি উপেক্ষা করে দেশ-বিদেশের লাখ লাখ মুসল্লির পদচারণায় মুখরিত বিশ্ব ইজতেমা ময়দানসহ আশপাশের এলাকা। শুক্রবার ফজর নামাজের পর আমবয়ানের মধ্যদিয়ে শুরু হওয়া এবারের বিশ্ব

ইজতেমার প্রথম পর্ব শেষ হবে আগামী রবিবার আখেরি মোনাজাতের মাধ্যমে। ৯ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় পর্বের ইজতেমা শুরু হবে।

বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্বের মিডিয়া সমন্বয়ক মো. হাবিবুল্লাহ রায়হান বলেন, 'মাওলানা আহমদ বাটলার বয়ানের পর সকাল ১০টায় তালিমী বয়ান করবেন পাকিস্তানের মাওলানা জিয়াউল হক। তালিমী বয়ানের পরপরই দেশের বৃহত্তম জুমার নামাজের প্রস্তুতি শুরু করা হবে।' তিনি আরও বলেন, 'ইজতেমা ময়দানে জুমার নামাজ পড়াবেন মাওলানা ক্বারী জোবায়ের। জুমার নামাজের পর বয়ান করবেন জর্ডানের মাওলানা উমর খতিব, আছরের নামাজের পর বাংলাদেশের মাওলানা জোবায়ের ও মাগরিবের পর ভারতের মাওলানা আহমদ লাট বয়ান করবেন।' বৃহস্পতিবার মাগরিবের নামাজের পরপরই ইজতেমা ময়দানে জড়ো হওয়া লাখ লাখ মুসল্লি বৃষ্টিতে চরম ভোগান্তিতে পড়েন। যারা ইজতেমার মূল ময়দানে জায়গা না পেয়ে তুরাগ নদীর অপরপ্রান্তে কীংবা সড়কের পাশের ফুটপাতে অবস্থান নিয়েছেন তাদের ভোগান্তি আরও বেড়ে যায়।

এরই মধ্যে ভারত পাকিস্তান, আফগানিস্তান, নেপাল, ভুটান, সৌদি আরব, কুয়েত, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে সহস্রাধিক মুসল্লি এসেছেন ইজতেমা ময়দানে। ইজতেমা ময়দান ও আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে হাজার হাজার পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। ময়দানের ভেতরে ও বাইরে সাদা পোশাকে মোতায়েন করা হয়েছে গোয়েন্দা কর্মকর্তা। পুলিশের পাশাপাশি কাজ করছে র‍্যাব। ওয়াচ টাওয়ার থেকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০২.০২.২০২৪ নারগীস)

বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্বে আগত আরো তিনজনের মৃত্যু

বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্বে আগত আরো তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে বুধবার থেকে প্রথম পর্বে আগতদের মধ্যে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। রাত ১২টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত মৃত্যুবরণকারী তিনজন হলেন- জামালপুরের পাকুল্লা গ্রামের হযরত আলীর ছেলে মো. মতিউর রহমান (৫৫), নেত্রকোণার বুরিজুরি স্বল্ফ দুগিয়া এলাকার বাসিন্দা এখলাস মিয়া (৭০) ও ভোলার গোলি গ্রামের নজির আহমেদের ছেলে মো. সাহালম (৬০)। গাজীপুর মহানগর পুলিশের উপ-কমিশনার মো. ইব্রাহিম খান এ তথ্য জানান।

ইজতেমার প্রথম পর্বের মিডিয়া সমন্বয়ক মোঃ হাবিবুল্লাহ রায়হান জানান, মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে মতিউর রহমান শ্বাসকষ্টজনিত রোগে, এখলাস ও সাহালম হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মৃত অন্য তিনজন হলেন- ইউনুছ মিয়া (৬০), জামান (৪০) ও আব্দুস সাত্তার (৭০)। এদের মধ্যে ইউনুছ মিয়ার বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল থানায়, জামানের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় এবং আব্দুস সাত্তারের বাড়ি নেত্রকোণা জেলায়। আব্দুস সাত্তার বৃহস্পতিবার ও বাকি দু'জন বুধবার মারা যান। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০২.০২.২০২৪ নারগীস)

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও সবুজায়নে শক্তিশালী সহযোগিতার প্রস্তাব পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদের

টেকসই ভবিষ্যৎ ও বিশ্বব্যাপী সর্বজনীন সমৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশসহ ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইন্দো-প্যাসিফিকের দেশগুলোর মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করতে সহযোগিতা চেয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। একই সঙ্গে প্রকৃতিবান্ধব উন্নয়নে সবুজ রূপান্তরের বিষয়েও জোর দিয়েছেন তিনি। শুক্রবার (২ ফেব্রুয়ারি) বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে চলমান তৃতীয় ইইউ-ইন্দো-প্যাসিফিক মিনিস্টেরিয়াল ফোরামে 'দ্য গ্রিন ট্রানজিশন- পাটনারিং ফর এ সাসটেইনেবল ফিউচার' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তৃতাকালে তিনি এ আহ্বান জানান।

হাছান মাহমুদ তাঁর বক্তৃতায় জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন, পরিবর্তনে অভিযোজন এবং সবুজ রূপান্তরের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রচেষ্টা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি আহরণ ও নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ওপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বিশেষ জোর দিয়েছে।

পরিবেশবান্ধব পাট ও সবুজ হাইড্রোজেন ব্যবহার এগিয়ে নিতে এ সংক্রান্ত গবেষণা, উদ্ভাবন ও বিনিয়োগ সহায়তার আহ্বান জানান হাছান মাহমুদ। ইউরোপীয় ইউনিয়নের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মারোস শেফকোভিচ এবং পূর্ব তিমুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেন্দিতো ফ্রেইতাসের পরিচালনায় আলোচনায় ভিয়েতনাম ও স্পেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ বক্তারা অংশ নেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭টি দেশ এবং আফ্রিকার পূর্ব ও দক্ষিণ উপকূল থেকে আরব উপদ্বীপ এবং এশিয়া হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ রাজ্যগুলো পর্যন্ত বিস্তৃত ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের অর্ধশতাধিক দেশের এই ফোরামে প্রায় শতাধিক প্রতিনিধি যোগ দিচ্ছেন। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৩.০২.২০২৪ নারগীস)

ডক্টর ইউনূসের জন্য স্বচ্ছ ও ন্যায্য বিচারিক প্রক্রিয়া অনুসরণ নিশ্চিত করার আহবান যুক্তরাষ্ট্রের

বাংলাদেশে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে করা মামলাগুলোর আপিল চলার সময় একটি স্বচ্ছ ও ন্যায়সম্মত আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ নিশ্চিত করার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর। দুদকের একটি মামলার চার্জশিট আদালতে জমা দেয়া ও তার বিরুদ্ধে করা শ্রম আইনে চলমান মামলাগুলোর বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়ে ভয়েস অফ আমেরিকা বাংলার পাঠানো এক ই-মেইলের জবাবে, শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের

পররাষ্ট্র দফতরের এক মুখপাত্র এ আহ্বান জানান। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র বলেন, "আমরা (যুক্তরাষ্ট্র) লক্ষ্য করেছি, শ্রম আইনের অধীনে তার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা অস্বাভাবিক দ্রুততার সাথে পরিচালিত হয়েছে।"
বৃহস্পতিবার (১ ফেব্রুয়ারি) গ্রামীণ টেলিকমের কর্মীদের লভ্যাংশের ২৫ কোটি ২২ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে আদালতে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-এর অভিযোগপত্র জমা দেয়া সম্পর্কে মুখপাত্র বলেন, তারা লক্ষ্য করেছেন, "দুর্নীতি দমন কমিশন অতিরিক্ত মামলাগুলির জন্য একটি চার্জশিট অনুমোদন করেছে যা বিশ্বজুড়ে ব্যাপকভাবে নিন্দিত হচ্ছে।" এ বিষয়ে অন্যান্য আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের মত যুক্তরাষ্ট্রও উদ্বিগ্ন যে, "এই মামলাগুলি ড. ইউনূসকে হয়রানি ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য বাংলাদেশের শ্রম আইনের অপব্যবহার হিসাবে প্রতীয়মান হতে পারে।"
মুখপাত্র তার প্রতিক্রিয়ায় আরো বলেন, "শ্রম ও দুর্নীতিবিরোধী আইনের অপপ্রয়োগ হচ্ছে বলে যে ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে তা বাংলাদেশে আইনের শাসন জারি থাকার ব্যাপারে প্রশ্ন জাগাতে ও ভবিষ্যৎ বৈদেশিক বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করতে পারে বলে বাংলাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অংশীদার হিসেবে আমরা উদ্বিগ্ন।"
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৩.০২.২০২৪ নারগীস)

রেডিও তেহরান

বিদেশে কর্মী যাওয়ার সংখ্যা বাড়লেও কমছে রেমিট্যান্স; রামরু'র শঙ্কা প্রকাশ

২০২৩ সালে ১৩ লাখেরও বেশি কর্মী বিদেশে গেছেন। এক বছরে এটি একটি রেকর্ড সংখ্যা। তবে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রামরু শঙ্কা প্রকাশ করে বলেছে বিদেশে কর্মী যাওয়ার সংখ্যা বাড়লেও রেমিট্যান্স পাঠানো কমেছে। ব্যাংকের প্রতি মানুষের আস্থাও কমেছে। এ সম্পর্কে এখন রয়েছে ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ সংবাদদাতার পাঠানো প্রতিবেদন:
বাংলাদেশ থেকে গত বছর বিদেশে গিয়েছেন ১৩ লাখের বেশি কর্মী, যা দেশের ইতিহাসে এক বছরে সর্বোচ্চ। বছরটিতে ২০২২ এর তুলনায় প্রবাসে কর্মসংস্থান বেড়েছে প্রায় ১৩ শতাংশ। তবে প্রবাসী আয় বেড়েছে মাত্র ২ দশমিক ৮৮ শতাংশ। এদিকে দেশের ব্যাংকগুলোর প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় রেমিট্যান্স প্রবাহ কমেছে- এমনটাই মনে করছে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট-রামরু। হুন্ডি বন্ধ না হলে এ প্রবাহ আরও কমবে বলেও জানায় সংস্থাটি।
বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার বৈদেশিক মুদ্রা। আর এই বিদেশি মুদ্রার প্রাণশক্তি হিসেবে কাজ করছেন প্রবাসীরা। তবে গেল বছর রেকর্ড সংখ্যক কর্মী বিদেশে পাঠানো হলেও সেই হারে বাড়েনি রেমিট্যান্স প্রবাহ। ব্যাংকগুলোর প্রতি অনাস্থার কারণে বাড়ছে অবৈধ পথে অর্থ পাঠানোর প্রবণতা। এমন সব তথ্য জানিয়েছেন অভিবাসন খাতের গবেষণা প্রতিষ্ঠান রামরু'র প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার অধ্যাপক ড. তাসনিম সিদ্দিকী, (স্বকণ্ঠে) :"বিভিন্ন আয়ের অভিবাসী যারা রেগুলার রেমিট করে, তাদেরকে কিন্তু ১০ পারসেন্ট পর্যন্ত প্রণোদনায় নিয়ে গেলে কোনো ক্ষতি হয় না। টাকার প্রয়োজন সরকারের। এটা তো এর পরিবারের কাছে তো টাকা যাচ্ছে। এর পরিবার তো হুণ্ডির মাধ্যমে টাকা পাচ্ছে। এই অভিবাসীর তো কোনো দায় পড়েনি। যদি সরকার উৎসাহী হন, তাহলে সরকারকেই এই জায়গায় এই ধরনের অভিনব প্রকল্প নিতে হবে।"গেল ৪৮ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ অভিবাসন হয়েছে ২০২৩ সালে। তারপরও রেমিট্যান্স সংকটের জন্যে শ্রমিকদের স্থায়ী হতে না পারার কারণকেও উল্লেখ করছে সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার অধ্যাপক ড. তাসনিম সিদ্দিকী, (স্বকণ্ঠে): "রেমিট্যান্স কমে যাওয়ার জায়গা প্রথমে একটা আছে যে ব্যাংকগুলোর প্রতি আস্থা কমে গেছে। দ্বিতীয় আরেকটা হচ্ছে যে, ওই দেশ থেকে যারা যাচ্ছেন, যে ডেটাটা আপনি চাইলেন। আমাদের একটা স্টাডিতে আমরা দেখেছি ১২ পারসেন্টের মতো ওইখান থেকে ফিরে আসছে যারা কোনো কাজ পায়নি।"
এদিকে কিছু দেশে দক্ষ কর্মী গেলেও সেখানে তাদের মধ্যে আইন অমান্যের প্রবণতা রয়েছে, এমনটা বলছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য সেলিম রেজা।
উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে বিদেশে যাওয়া অভিবাসীদের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে কুমিল্লা। এরপরেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল, চাঁদপুর, কিশোরগঞ্জ, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, নরসিংদী ও ঢাকা জেলাও রয়েছে।
(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ০২.০২.২০২৪ নারগীস)

'দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণই প্রধান লক্ষ্য, নির্বাচন ঘিরে বিএনপির প্রতিক্রিয়ায় সরকার বিচলিত নয়'

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, নির্বাচনকে ঘিরে বিএনপি কী প্রতিক্রিয়া দেখাল তা নিয়ে বিচলিত নয় সরকার। এখন মূল লক্ষ্য দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়ন করা। শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। এ সম্পর্কে আরো জানাচ্ছেন ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা:

নির্বাচনকে ঘিরে বিএনপি কী প্রতিক্রিয়া দেখাল তা নিয়ে বিচলিত নয় সরকার। এখন মূল লক্ষ্য দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়ন করা- এমনটা বলেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। কাদের জানান, বিশ্বব্যাপি যুদ্ধের কারণে সব দেশেই মন্দা দেখা দিয়েছে। তাই আওয়ামী লীগ সরকার এখন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ রাখতে সবচেয়ে ব্যস্ত রয়েছে। তিনি বলেন, অস্থিরতার মধ্যেও জনগণের কোথাও হাহাকার নেই। জনগণের পক্ষ থেকে কোথাও কোনো বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতি দেখা যায়নি। সবাই স্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন। আমাদের দায়িত্ব যেটা আমরা সেটা পালন করছি। বিশেষ করে নির্বাচনি ইশতেহারে যে বক্তব্য জনগণের কথা ছিল, সেটা বাস্তবায়নেই ব্যস্ত রয়েছে সরকার। প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে ডেকে পরামর্শ দিচ্ছেন, কর্মপরিকল্পনা দিচ্ছেন। কর্মপরিকল্পনা নিয়েই এগিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেছেন তিনি। এমনটা জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক, (স্বকণ্ঠে): "আমরা এখন একটা বিষয় নিয়ে আমরা খুবই বিশ্বব্যাপি যে অস্থিরতা চলছে, সে অস্থিরতার রেশ বাংলাদেশে এসেও এখানকার অর্থনীতিতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। আমরা বিশেষ করে দ্রব্যমূল্য নিয়ে আমরা চিন্তিত।"
(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ০২.০২.২০২৪, বাদশা রহমান ও নারগীস)

রাখাইনের রাজধানীতে কারফিউ জারি করল জান্তা সরকার

মিয়ানমারের জান্তা সরকার রাখাইন রাজ্যের রাজধানী সিত্তেতে কারফিউ জারি করেছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন রাত ৯টা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত কারফিউ থাকবে। গতকাল বিকেলে অনির্দিষ্টকালের ওই কারফিউ জারি করা হয়েছে বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম নারিনজারা নিউজ জানিয়েছে। গত বছরের অক্টোবর থেকে সামরিক জান্তার অবকাঠামো লক্ষ্য করে ব্যাপক হামলা চালানো শুরু করে স্থানীয় সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মি। এরপর রাখাইনের বিভিন্ন অঞ্চলে তীব্র লড়াই শুরু হয়, যা এখনো চলমান রয়েছে।
এদিকে, মিয়ানমারে চলমান সংঘাতের কারণে বাংলাদেশ যেন কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে বিষয়ে সরকার বিশেষভাবে নজর রাখছে। পাশাপাশি দেশটি থেকে নতুন করে যাতে রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ না ঘটে, সে বিষয়ে সতর্ক আছে বাংলাদেশ। (রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ০২.০২.২০২৪, নারগীস)

এনএইচকে

মিয়ানমারের সামরিক অভ্যুত্থানের ৩য় বার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'নীরব ধর্মঘট'

২০২১ সালে সেনাবাহিনী একটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণের তিন বছর পূর্তিতে সারা মিয়ানমার জুড়ে জনগণ তাদের ভাষায় নীরব ধর্মঘট পালন করেছেন। মিয়ানমারের গণতন্ত্রপন্থী দলগুলো সামরিক জান্তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে জনগণকে ঘরে থাকার আহ্বান জানাচ্ছে। গত বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় ধর্মঘট শুরু হওয়ার পর বৃহত্তম শহর ইয়াঙ্গুনের রাস্তাগুলো অনেকটা ফাঁকা ছিল। অল্প কিছু পথচারী ও যানবাহন দেখা গেছে, যা সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে জনসাধারণের তীব্র বিরোধিতার প্রতিফলন ঘটায়। সামরিক বাহিনী আরও ছয় মাসের জন্য জরুরি অবস্থা বাড়ানোর একদিন পর এই ধর্মঘট পালিত হলো।
এর আগের বছরের নির্বাচনে জালিয়াতি হয়েছিল এমন দাবি করে, সামরিক নেতারা ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি এক অভ্যুত্থান ঘটানোর পর থেকেই ৩ বছর ধরে এই জরুরি অবস্থা চলছে। তারা অং সান সু চিকে ক্ষমতাচ্যুত ও আটক করেন, যার দল নিরঙ্কুশভাবে জয়লাভ করেছিল। তারা বেসামরিক বিক্ষোভকারীদের উপর দমন অভিযানও চালায়।
(এনএইচকে ওয়েব পেজ : ০২.০২.২০২৪ নারগীস)

ডয়চে ভেলে

রোহিঙ্গা সংকট : অর্থনীতিতে বাড়ন্ত ঋণ-নির্ভরতার চাপ

বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা দিন দিন কমছে। সর্বশেষ ২০২৩ সালে মোট চাহিদার ৪৭ ভাগ অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) থেকে এক বিলিয়ন ডলারের সহায়তা প্যাকেজ প্রত্যাশা করছে সরকার। এর মধ্যে অনুদান হিসেবে ৪৬৫ মিলিয়ন ডলার ও ঋণ হিসেবে ৫৩৫ মিলিয়ন ডলার সহায়তা চূড়ান্ত করার আলোচনা শুরু হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গাদের দ্রুত প্রত্যাবাসনের কোনো সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, রোহিঙ্গাদের জন্য ঋণ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নতুন সংকট তৈরি করবে। মানবিক সহায়তা সংস্থা এবং শরণার্থীবিষয়ক গবেষকেরা আন্তর্জাতিক সহায়তা কমে যাওয়াকে উদ্বেগজনক বলেছেন। সহায়তা কম পাওয়ায় রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে। রোহিঙ্গাদের জন্য প্রতিশ্রুত বরাদ্দ কমে যাওয়ার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে টেকনাফের লেদা ২৪ নম্বর রোহিঙ্গা শিবিরের ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান (হেড মাঝি) মো. আলম ডয়চে ভেলেকে বলেন, "খাবারে দেওয়া বরাদ্দ কমে গেছে। শুনেছি, দাতারা আর টাকা নাকি দিতে পারছে না। তাই বরাদ্দ কমেছে। আমরা খুব চিন্তিত। আগে আমাদের ১২ ডলারের খাবার দেওয়া হতো, এখন সেটা কমে ১০ ডলার হয়েছে। আবার জিনিসপত্রেরও দাম বেড়েছে। আমরা

আসলে বসে না, কাজ করে খেতে চাই। দেশে যেতে পারলে কাজ করতে পারতাম। এখন তো সেটাও হচ্ছে না। ফলে দিন দিন আমাদের চিন্তা বেড়েই চলেছে।" শরণার্থী বিশেষজ্ঞ আসীফ মুনীর ডয়চে ভেলেকে বলেন, "যেখানে মানবিক কারণে সহায়তা বাড়ানো দরকার, সেখানে সহায়তা কমে যাওয়া খুবই উদ্বেগের। বাংলাদেশ আসলে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে এখন নানামুখী চাপে পড়েছে। প্রথম দিকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় খুবই আগ্রহী ছিল। এখন তাদের আগ্রহে ভাটা পড়েছে। বাংলাদেশের ভূখণ্ডে যেহেতু তারা আছেন, ফলে তাদের দেখভালের দায়িত্বও বাংলাদেশের। এখন সরকারের উচিত হবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে বিষয়টি বারবার গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা।" বাংলাদেশে ২০১৭ সালে মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের ঢল নামে। এরপর থেকেই যৌথ সাড়াদান কর্মসূচির (জয়েন্ট রেসপন্স প্ল্যান-জেআরপি) আওতায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কক্সবাজারে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে। তবে প্রতিবছরই প্রতিশ্রুত সহায়তা চেয়ে বরাদ্দ এসেছে কম। সর্বশেষ ২০২৩ সালে ভয়াবহভাবে বরাদ্দ কমেছে।

রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তার জন্য পরিচালিত সমন্বয়কারী সংস্থা ইন্টার সেক্টর কো-অর্ডিনেশন গ্রুপের (আইএসসিজি) কাছ থেকে ডয়চে ভেলের কাছে আসা সর্বশেষ তথ্যে বলা হয়েছে, গত বছর, অর্থাৎ, ২০২৩ সালে সাইক্লোন মোখা রেসপন্সসহ মোট ৯১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে ৪৩২ দশমিক ৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাওয়া গেছে, যা চাহিদার তুলনায় ৪৭ শতাংশ। প্রথম বছর, অর্থাৎ, ২০১৭ সালে ৪৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে পাওয়া গিয়েছিল ৩১৪ দশমিক ৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা চাহিদার তুলনায় ৭২ শতাংশ। একইভাবে ২০১৮ সালে ৯৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে ৬৮৮ দশমিক ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৭২ শতাংশ); ২০১৯ সালে ৯২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে ৬৯১ দশমিক ৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৭৫ শতাংশ); ২০২০ সালে কোভিড রেসপন্সসহ মোট ১ দশমিক ০৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আবেদেনর বিপরীতে ৬২৯ দশমিক ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৬০ শতাংশ); ২০২১ সালে ৯৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে ৬৯০ দশমিক ৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৭৩ শতাংশ) এবং ২০২২ সালে ৮৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে ৬০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৬৮ শতাংশ) পাওয়া গেছে। আইএসসিজির মূখপাত্র (যোগাযোগ ও গণসংযোগ কর্মকর্তা) সাইয়্যেদ মো. তাফহীম ডয়চে ভেলেকে বলেন, "বরাদ্দ কমে যাওয়া তো অবশ্যই উদ্বেগের। তারপরও জাতিসংঘ এবং এর অংশীদার সংস্থাগুলো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ তাদের সহযোগিতার জন্য। পাশাপাশি চলমান অন্যান্য বৈশ্বিক সংকটের কারণে যেন রোহিঙ্গা সাড়াদান ব্যাহত না হয়। সে ব্যাপারেও তাদের উদার সহযোগিতা অব্যহত রাখার প্রত্যাশা আমরা করছি।"

শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (আরআরআরসি) মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ডয়চে ভেলেকে বলেন, "ক্রমাগতভাবে দাতাদের সহায়তা কমে যাচ্ছে। গত বছরের আগে এত কম বরাদ্দ আর কখনোই আসেনি। ত্রাণসহায়তা কমে যাওয়ায় বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের পুষ্টি সমস্যা বাড়ছে। খাবারের খোঁজে শিবিরের বাইরে চলে যাচ্ছে রোহিঙ্গারা। সহায়তা কমে যাওয়ায় চোরাচালান, মানব পাচার থেকে শুরু করে অনেক রকমের অপরাধমূলক তৎপরতা বাড়ছে। আমাদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টিকারী নানা ঘটনা ঘটছে।" অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার পর এই প্রথমবার সরকার রোহিঙ্গাদের জন্য ঋণ চাইছে। গত ডিসেম্বরে বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-র সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে। এক বিলিয়ন ডলারের সহায়তা প্যাকেজ আশা করছে সরকার। এ মধ্যে অনুদান হিসেবে ৪৬৫ মিলিয়ন ডলার ও ঋণ হিসেবে ৫৩৫ মিলিয়ন ডলার। এই প্যাকেজের লক্ষ্য রোহিঙ্গারা যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে, সেগুলো মোকাবিলা করা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর তাদের উপস্থিতির নেতিবাচক প্রভাব প্রশমন করা। এর আগে মানবিক সহায়তা হিসেবে শুধু বিদেশি অনুদান পেয়েছে সরকার। আর রোহিঙ্গাদের পাশাপাশি তাদের আশ্রয়দানকারী দেশের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য অবকাঠামো নির্মাণ এবং আর্থ-সামজিক উন্নয়নে নেওয়া প্রকল্পগুলোও ছিল অনুদাননির্ভর। কিন্তু এখন বিদেশি অনুদান আসা কমে গেছে। ছয় বছরের বেশি বয়সি প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আগে যেখানে ১২ ডলার বরাদ্দ ছিল, এখন সেই বরাদ্দ নেমে এসেছে ১০ ডলারে। ছয় বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা পৃথক কর্মসূচির মাধ্যমে খাবার পায়। আন্তর্জাতিক সহায়তা কমলে এবং ঋণ নিয়ে রোহিঙ্গাদের চালাতে হলে এর প্রভাব দেশের অর্থনীতিতে কতটা পড়তে পারে জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. রুমানা হক ডয়চে ভেলেকে বলেন, "ডলার সংকটের কারণে আমরা তো এমনিতেই ঋণের কিস্তি দিতে হিমশিম খাচ্ছি। এরপর যদি রোহিঙ্গাদের জন্য ঋণ নিতে হয়, সেটা আমাদের অর্থনীতিকে নতুন ধরনের সংকটে ফেলবে। বিদেশি সহায়তার বাইরেও কিন্তু আমাদের বাজেট থেকে রোহিঙ্গাদের জন্য অর্থ বরাদ্দ দিতে হয়। সেখানে আমাদের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ যারা কাজ করছেন, তাদের বেতন, ভাতা তো সরকারই দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে নানা ফোরামে আমাদের আরো বেশি করে রোহিঙ্গা ইস্যুকে গুরুত্বের সঙ্গে তুলতে হবে।"

এই মুহূর্তে মিয়ানমারের যে অবস্থা তাতে রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর আলোচনাই অমূলক। পরিস্থিতি শান্ত হলে কি তাদের ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে? সেক্ষেত্রে এখন তো চীন ও ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক

আগের যে কোনো সময়ের থেকে ভালো। এ অবস্থায় সরকার চেষ্টা করলে কি তাদের বাংলাদেশের দিকে আনতে পারবে? সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন ডয়চে ভেলেকে বলেন, "সেটা সম্ভব না। এই নির্বাচনের পর বাংলাদেশের পক্ষে ভারত বা চীনকে চাপ দেওয়া সম্ভব হবে না। বরং তাদের খুশি করতে হবে। ভারত বা চীন যদি তাদের নীতিতে একটুও পরিবর্তন না আনে তাতেও বাংলাদেশ কিছুই বলতে পারবে না। বরং বাংলাদেশের উচিত হবে, মিয়ানমারের পরিস্থিতির উপর নজর রাখা। দুই গ্রুপের সংঘাতের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যারা থাকবেন, তাদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন করে রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রেও ভারত ও চীনকে পাশে লাগবে।"

রোহিঙ্গাদের কারণে কক্সবাজারের টেকনাফ ও উখিয়া এলাকায় পরিবেশ, জলবায়ু, জীববৈচিত্র্য এবং বনাঞ্চলের অনেক ক্ষতি হচ্ছে, যার মূল্য পুরো বাংলাদেশকেই দিতে হচ্ছে। রোহিঙ্গাদের কারণে স্থানীয় জনসাধারণের বড় একটা অংশ বেকার হয়ে পড়েছে। রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা দিলেও অবকাঠামো নির্মাণে সরকারের পক্ষ থেকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। রোহিঙ্গাদের কারণে এলাকায় কী ধরনের প্রভাব পড়ছে জানতে চাইলে টেকনাফের হ্নীলা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রাশেদ মাহমুদ আলী ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আমরাই তো এখন সংখ্যালঘু হয়ে গেছি। তাদের কারণে আমরা আসলে বহু ধরনের সংকটে পড়েছি। বিশেষ করে এলাকার নিরাপত্তা চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। রোহিঙ্গাদের কারণে আমাদের এলাকায় অস্ত্র ও মাদকের কারবার অনেক বেড়ে গেছে। এখন আমাদের স্বাভাবিক চলাফেরা কঠিন হয়ে গেছে।" তবে রোহিঙ্গারা ক্যাম্প থেকে বের হন কিনা জানতে চাইলে টেকনাফের ২৪ নম্বর লেদা ক্যাম্পের বাসিন্দা নূরজাহান কলিমা ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আমাদের তো বের হওয়ার সুযোগ নেই। আমরা কীভাবে এলাকার মানুষের ক্ষতি করবো। আমরাই তো অনেক কষ্টে আছি।" উখিয়ার ৯ নম্বর ক্যাম্পের বাসিন্দা সুলতান আহমেদ ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আমাদের খাবার কমে গেছে। তারপরও আমরা ঘর থেকে বের হতে পারি না। আমরা কেন এলাকার মানুষের ক্ষতি করবো। আমরা তো দেশে ফেরত যেতে চাই। ন্যূনতম নাগরিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আমাদের ফেরত পাঠালেই আমরা খুশি হতাম। আমরাও ক্যাম্পে বন্দি থাকতে চাই না।" (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ০২.০২.২০২৪ রিহাব)

'রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে কৌশল পরিবর্তন করা দরকার'

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরুর কোনো সম্ভাবনা কি দেখছে বাংলাদেশ? কীভাবে মিয়ানমার ছেড়ে আসতে বাধ্য হওয়া বিশাল জনগোষ্ঠীকে স্বদেশে ফেরানো যায়? এসব বিষয়েই ডয়চে ভেলের সঙ্গে কথা বলেছেন এক সময় মিয়ানমারে বাংলাদেশ দূতাবাসে সামরিক অ্যাটাশে হিসেবে কাজ করা সাবেক রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল (অব.) এম শহীদুল হক।

ডয়চে ভেলে: বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের আপতত কোনো সম্ভাবনা দেখছেন?

মেজর জেনারেল (অব.) এম শহীদুল হক : আমি এমন কোনো সম্ভাবনা দেখছি না যে রোহিঙ্গারা দ্রুত তাদের দেশে ফেরত যেতে পারবে। ওখানে অন গ্রাউন্ডে অনেকগুলো জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এক নাম্বারে আরাকান। ওখানে আরাকান আর্মির নিয়ন্ত্রণে অনেক বড় এলাকা চলে গেছে। আর আরাকান আর্মি কিন্তু রাখাইন বুদ্ধিস্টদেরই একটা এক্সটেনশন। ওদের পলিটিক্যাল পার্টিও কিন্তু তাদের এক্সটেনশন। তারা এখন রাখাইনে খুবই পাওয়ারফুল।

তারা কি রোহিঙ্গা বিরোধী?

পুরো জনগোষ্ঠী না। কিন্তু তারা মাঝেমধ্যে টেকনিক্যালি তাদের ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের দিকে খেয়াল রেখে কথা বলে। আরাকান আর্মি এবং ওদের রাজনৈতিক দল ইউএনপি বা এআইপির সম্মতি ছাড়া কোনোভাবেই রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন সম্ভব নয়।

বাংলাদেশ তো অনেক দিন ধরেই কূটনৈতিক তৎপরতা চালাচ্ছে। আপনার বিবেচনায় কার্যকর কূটনৈতিক তৎপরতা কি হচ্ছে?

২০১৭ সাল থেকে ২০২৪ সালে এসে এখন আমি বলবো, আমরা রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে যে পলিসি ফলো করছি এতদিন ধরে, এটা পরিবর্তন করা দরকার। এটা তো কোনো কাজে আসছে না।

আমাদের পলিসি তো দ্বিপাক্ষিক। সেটা এখন কীভাবে পরিবর্তন করা দরকার?

হ্যাঁ দ্বিপাক্ষিক। তবে আমি শুরুতেই বলেছিলাম এটা বহুপাক্ষিক করা দরকার। ২০১৭ সাল থেকে মিয়ানমারের সঙ্গে আমাদের যে দ্বিপাক্ষিক ডিলগুলো, সেগুলো যদি পর্যবেক্ষণ করেন, তাহলে দেখবেন সেগুলো কোনো কাজে আসেনি। তারা কোনো ট্রাস্টেড পার্টনার না। থার্ড পার্টিকে সঙ্গে রেখে ডিলটা করা উচিত।

মিয়ানমারকে বাংলাদেশ আট লাখের মতো রোহিঙ্গার তালিকা পাঠিয়েছে। তার মধ্যে মাত্র ৩৭ হাজারের মতো তারা কনফার্ম করেছে। মিয়ানমার তো এখন পর্যন্ত একজনও ফেরত নেয়নি। সমস্যাটি কোথায়?

মিয়ানমার ১৯৮২ সালে যে নাগরিকত্ব আইন করেছে তা তো নাগরিকত্ব দেয়ার জন্য না। রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব থেকে বাদ দেয়ার জন্য। ওই আইন সংশোধন না করলে হবে না। ওরা ভ্যারিফিকেশন কার্ড দেবে। ওটা কিন্তু নাগরিকত্বের কার্ড নয়। ওটা দিয়ে রোহিঙ্গারা সেখানে গিয়ে থাকতে পারবে। পূর্ণ নাগরিক অধিকার পাবে না।

রোহিঙ্গারাও তো পূর্ণ নাগরিকত্ব না পেলে মিয়ানমারে ফেরত যেতে চায় না। এটাও তো একটা সমস্যা...

জ্বী। ভ্যারিফিকেশন কার্ড দিয়ে রোহিঙ্গারা সেখানে গিয়ে থাকতে পারবে, পূর্ণ নাগরিক অধিকার পাবে না। বাচ্চারা স্কুলে যেতে পারবে না, বার্থ রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে না, ম্যারেজ রেজিষ্ট্রেশন করতে পারবে না. নাগরিক সুবিধা পাবে না। ২০১৯ সালে মিয়ানমারে সর্বশেষ আদমশুমারীতে শতকরা এক ভাগ মুসলিম দেখানো হয়েছে রাখাইনে। কিন্তু সেখানে মুসলিম ৩৫ ভাগ। বাকিদের অন্যান্য ক্যাটাগরিতে দেখানো হয়েছে। এটা পরিস্কার যে, তারা আসলে রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে চায় না।

মিয়ানমারে এখন যে যুদ্ধ চলছে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে তাতে রোহিঙ্গাদের নিয়ে আমাদের সমস্যা কি আরো বাড়বে?

এখানে নানা ইন্টারেস্ট গ্রুপ আছে। অ্যামেরিকার স্বার্থ আছে। ভারত ও চীনের স্বার্থ আছে। যার যার স্বার্থ অনুযায়ী এই পরিস্থিতিতে তারা সক্রিয় আছে। কিন্তু আমার আশঙ্কা হলো, পালাতাও নামে একটা জায়গা আছে, যেটা আরাকান আর্মি দখল করেছে। এটা আমাদের বান্দরবন থেকে কাছে। তবে এখন পর্যন্ত মিয়ানমার- বাংলাদেশের সীমান্ত মিয়ানমারের দিকে মিয়ানমার সরকারের নিয়ন্ত্রণে আছে। এখন এই বর্ডারটাও যদি আরাকান আর্মিও হাতে চলে যায় তাহলে তারা কিন্তু ভিতরে অপারেশন আরো বিস্তৃত করবে। তখন কিন্তু আরো অনেক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে চলে আসার আশঙ্কা আছে। এটা বাংলাদেশের জন্য অনেক বড় ঝুঁকির কারণ হবে। তখন আবার আমরা না সামরিক ও জিও পলিটিক্যালি ইনভলব হয়ে যাই সেটাও বড় আশঙ্কা।

ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর রোহিঙ্গাদের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা কমে যাচ্ছে। রোহিঙ্গাদের নিয়ে তাদের আগ্রহ কি কমে যাচ্ছে?

রেশন কমে এখন আট ডলার হয়েছে। এখন তারা ইউরোপের শরণার্থীদের নিয়ে বেশি মনোযোগী। ইউক্রেন যুদ্ধসহ নানা কারণে ইউরোপে শরণার্থী বাড়ছে। আমাদের পলিসি পরিবর্তন না করলে এই আগ্রহ আরো কমতে থাকবে। রোহিঙ্গাদের কারণে আমাদের পরিবেশ, প্রতিবেশ, নিরাপত্তা সংকটে আছে। আর্থিক চাপ তো আছেই। আমরা এক মিলিয়ন মানুষের বোঝা কাঁধে নিয়ে আছি।

আমাদের নিরাপত্তায় কী প্রভাব ফেলছে?

এখানে রোহিঙ্গাদের নানা গ্রুপ আছে। তার মধ্যে আরসা কিন্তু মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর হয়ে কাজ করে। রোহিঙ্গা নেতা মুহিবুল্লাহকে মেরে ফেলা হলো কেন? কারণ, সে চাচ্ছিল রোহিঙ্গাদের নিয়ে মিয়ানমারে ফিরে যেতে। আরসা কিন্তু প্রত্যাবাসনের বিরুদ্ধে। তাই যারাই ফিরে যেতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় আরসা। আরসা ক্যাম্পগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে। এটা আমাদের জন্য হুমকি। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ০২.০২.২০২৪ রিহাব)

রেডিও টুডে

আম্বায়নের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব

টঙ্গীর তুরাগ তীরে শুরু হয়েছে তাবলীগ জামাতের সবচেয়ে বড় আয়োজন বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব। শুক্রবার ফজরের নামাজের পর আম্বায়নের মাধ্যমে শুরু হয় মূল আনুষ্ঠানিকতা। এতে যোগ দিয়েছেন দেশ- বিদেশ থেকে আসা মুসল্লিরা। মাঠে স্থান সংকটে অনেকে অবস্থান নিয়েছেন মহাসড়ক ও আশপাশে। ফজরের নামাজের পর পাকিস্তানের মাওলানা আহমদ বাটলার আম্বয়নের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে ইজতেমার প্রথম পর্বের মূল আনুষ্ঠানিকতা। আর তা তাৎক্ষণিকভাবে বাংলায় তরজমা করছেন মাওলানা নুরুর রহমান। বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্বের মিডিয়া সমন্বয়ক মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ রায়হান জানান, মাওলানা আহমদ বাটলার সাহেবের বয়ানের পর সকাল দশটায় তালিম করবেন পাকিস্তানের মাওলানা জিয়াউল হক। আর শুক্রবার জুম্মার নামাজ পড়াবেন মাওলানা জুবায়ের। তাবলীগ জামাতের ৫৭ তম আয়োজন নির্বিঘ্ন করতে ইজতেমার পাঁচটি পয়েন্টে থাকছে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। সার্বিক নিরাপত্তায় মাঠে আছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর একাধিক সংস্থা। আগামী রোববার আখেরি মোনাজাতে শেষ হবে প্রথম পর্বের আয়োজন।
(রেডিও টুডে : ০৮৪৫ ঘ. ০২.০২.২৪ এলিনা)

বাংলাদেশের নির্বাচন আবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি বলে আবারও জানিয়েছে ওয়াশিংটন

বাংলাদেশের নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি বলে আবারও জানিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। একইসঙ্গে আটককৃত হাজারো বিরোধী নেতাকর্মীর স্বচ্ছ আইনি প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা আহ্বান জানিয়েছে দেশটি। এছাড়া বিরোধীদলের সদস্য ও গণমাধ্যম কর্মী এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ওয়াশিংটন। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে এক সংবাদিকের প্রশ্নের জবাব এসব কথা বলেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিও মিলার। এ দিনের ব্রিফিং এ ভারতের প্রভাবের কারণে বাংলাদেশে গণতন্ত্র বিকাশের ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের পিছুহটার অভিযোগও সামনে এসেছে। তবে এ অভিযোগের বিষয়ে ব্রিফিং থেকে সরাসরি কোন মন্তব্য করা হয়নি। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ০২.০২.২৪ এলিনা)

হত্যার রাজনীতি করে বিএনপি : ড. হাছান মাহমুদ

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, বিএনপির বড় বড় নেতারাই হচ্ছে রাজনীতির কাক। তারা হত্যার রাজনীতি করে। বুধবার সকালে ১৯৯৪ সালে আওয়ামী লীগের সাতজন নেতাকর্মীকে হত্যার স্মরণে নবাবগঞ্জ পার্ক মাঠে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, জিয়াউর রহমান ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেছে। হত্যার রাজনীতি থেকে তারা এখনো বের হয়ে আসতে পারিনি। তারা দেশ-বিদেশে অপপ্রচার চালাচ্ছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন, নির্বাচনে ভরাডুবি হবে জেনে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। সরকারকে বৈধতা না দেয়ার জন্য বিদেশীদের দ্বারে দ্বারে এখন ঘুরছে।
(রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ০২.০২.২৪ এলিনা)

প্রতিবছর তামাক জনিত বিভিন্ন রোগে মারা যায় ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ

বাংলাদেশে ৩ কোটি ৭৮ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক ব্যবহার করে। আর তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে প্রতিবছর বাংলাদেশ প্রায় ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষের মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছেন ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অফ বাংলাদেশ। সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বক্তারা বলেন, কর্মক্ষেত্র সহ পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হন তিন কোটি ৮৪ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ০২.০২.২৪ এলিনা)

বিশ্ব ইজতেমা ঘিরে সহিংসতার কোন শঙ্কা নেই : খুরশীদ হোসেন

বিশ্ব ইজতেমা ঘিরে সহিংসতার শঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন র‍্যাবের মহাপরিচালক খুরশিদ হোসেন। বুধবার টঙ্গীর তুরাগপাড়ের ইজতেমা এলাকা পরিদর্শন শেষে ব্রিফিং এ একথা বলেন তিনি। র‍্যাবের ডিজি জানান, মুসল্লিদের নিরাপত্তার সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দুটি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে ইজতেমা ময়দান। বিদেশি মেহমানদের নিরাপত্তায় আলাদা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেন হেলিকপ্টার, নৌ ও মোটরসাইকেলে টহল দেয়া হবে। নিশ্চিত করা হবে জরুরি চিকিৎসা ব্যবস্থা। ড্রোন ও সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে চলবে নজরদারি। তুরাগ নদীর তীরে বিশ্ব ইজতেমা শুরু হতে আর মাত্র দুইদিন বাকি। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার ফজরের নামাজের পর আম্বায়নের মাধ্যমে ইজতেমার প্রথম পর্ব শুরু হবে। আর দ্বিতীয় পর্বের ইজতেমা শুরু হবে ৯ ফেব্রুয়ারি।
(রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ০২.০২.২৪ এলিনা)

শিশু নাঈমকে ৩০ লাখ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট

ওয়ার্কশপে কাজ করতে গিয়ে তিন বছর আগে হাত হারানো ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলার শিশু নাঈম হাসান নাদিমকে ৩০ লাখ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট করে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। বুধবার সকালে বিচারপতি নাইমা হায়দার ও কাজী জিনাত হকের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন। এ সময় নাঈমের পড়াশোনার খরচ বাবদ প্রতিমাসে ৭,০০০ টাকা করেও দিতে বলা হয়। রায় শেষে ১৩ বছর বয়সী শিশু নাঈমকে এজলাসে ডেকে নিজ হাতে চকলেট উপহার দেন বিচারপতি নাইমা হায়দার। পরে শিশুটিকে তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেন আবারও দেখা করেন তার সঙ্গে। এই সময় এজলাসে তৈরি হয় এক আবেগঘন পরিবেশ।
(রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ০২.০২.২৪ এলিনা)

আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কাউকে সমর্থন দেবে না : ওবায়দুল কাদের

আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগ কাউকে সমর্থন দেবে না বলে জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেছেন জনগণ যাকে চাইবেন তিনিই নির্বাচিত হবেন। শুক্রবার দুপুরে আওয়ামী লীগের সভাপতির ধানমন্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় ওবায়দুল কাদের জানান এক সপ্তাহের মধ্যেই সংরক্ষিত নারী আসনে দলীয় মনোনয়নপত্র ছাড়া হবে। কাদের বলেন নির্বাচন নিয়ে বিএনপি'র বক্তব্যকে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছেন না, সরকারের মাথাব্যথা দ্রব্যমূল্য নিয়ে যা সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও বেড়েছে। (রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ০২.০২.২০২৪ আসাদ)

আওয়ামী লীগের মতোই কথা বলছেন ঢাকায় নিযুক্ত রুশ রাষ্ট্রদূত : রিজভী

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে রাশিয়ান রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য অনাকাঙ্ক্ষিত অনভিপ্রেত ও আওয়ামী সুলভ এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন রাশিয়ান রাষ্ট্রদূতের এ ধরনের বক্তব্য দেশের জনগণের গণতান্ত্রিক অনুভূতিকে আঘাত করেছে। শুক্রবার সকালে রিজভীর সই করা এক বিবৃতিতে এসব কথা বলা হয়। এতে ঢাকায় নিযুক্ত রুশ রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার মন্টিটস্কির বক্তব্যের জবাব দেন রিজভী আহমেদ। তিনি বলেন দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের আকাঙ্খার বিরুদ্ধে গিয়ে কোন রাষ্ট্র গণবিরোধী অপশাসনকে অযাচিত সমর্থন করতে পারেনা। এর আগে বুধবার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে এক ব্রিফিংয়ে রুশ রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার মন্টি টস্কি বলেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে বিএনপি'র বক্তব্য ভুল। নির্বাচনসহ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোনো

প্রকার নাক গলায় না রাশিয়া। আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটেই ক্ষমতায় এসেছে বলে মন্তব্য করেন রুশ রাষ্ট্রদূত। (রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ০২.০২.২০২৪ আসাদ)

অপরাধীদের যতদিন না ধরা যাবে ততদিন পর্যন্ত সাগর রুনি হত্যা মামলার তদন্ত চলবে : আইনমন্ত্রী

প্রকৃত আসামিকে পুলিশ ধরতে পারছে না বলেই সাংবাদিক দম্পতি সাগর রুনি হত্যা তদন্তে সময় লাগছে বলে মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। শুক্রবার সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া রেলওয়ে জংশন স্টেশনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবের আইনমন্ত্রী এ কথা বলেন। এ সময় তিনি বলেন সাগর রুনি হত্যাকাণ্ডের তদন্ত প্রয়োজনে ৫০ বছর সময় লাগতে পারে বলে যে বক্তব্য তিনি দিয়েছিলেন তা সংবাদমাধ্যমে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আইনমন্ত্রী বলেন সুষ্ঠু তদন্তে অপরাধীদের যতদিন না ধরা যাবে ততদিন পর্যন্ত সাগর রুনি হত্যা মামলার তদন্ত চলবে। প্রকৃত অপরাধ ধরতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে। (রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ০২.০২.২০২৪ আসাদ)

নির্বাচন নিয়ে উদ্বেগ থাকলেও বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র : ম্যাথিউ মিলার

নির্বাচন নিয়ে উদ্বেগ থাকলেও বাংলাদেশ সরকারের সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। গতকাল স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার। তিনি বলেন বিশ্বজুড়ে আমাদের এ ধরনের সম্পর্ক রয়েছে। আমরা বাংলাদেশে নির্বাচন নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছি। বাংলাদেশে ধরপাকড়ের ঘটনার উদ্বেগ প্রকাশ করেছি কিন্তু তার মানে এই নয় যে যেসব বিষয়ে আমাদের উদ্বেগ রয়েছে এবং অভিন্ন অগ্রাধিকারের সম্ভাব্য খাত গুলোতে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ করার দায়িত্ব নেই।
(রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ০২.০২.২০২৪ আসাদ)

আবারো বাড়ানো হলো হজ যাত্রীদের নিবন্ধনের সময়সীমা

চলতি বছরে হজ যাত্রীদের চূড়ান্ত নিবন্ধনের জন্য আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময় বাড়ানো হয়েছে। শুক্রবার ধর্ম মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা আবু বকর সিদ্দীক সংবাদ মাধ্যমকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এর আগে তৃতীয় দফায় হজ নিবন্ধনের জন্য পহেলা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময় দেয়া হয়েছিল।
(রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ০২.০২.২০২৪ আসাদ)

৪ দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সাথে বৈঠক করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ

বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে তৃতীয় ইইউ ইন্দো-প্যাসিফিক মিনিস্টেরিয়াল ফোরামের সাইডলাইনে ভিয়েতনাম, বেলজিয়াম, চেক রিপাবলিক ও সুইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সাথে বৈঠকে করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। এর মধ্যে ভিয়েতনামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বুই থান সন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভিয়েতনামে সরকারি সফরের জন্য সে দেশের প্রধানমন্ত্রী ফা মিন চিনহের আমন্ত্রণ ড. হাছান মাহমুদের কাছে পৌঁছান। একইসঙ্গে বাংলাদেশ-ভিয়েতনামের ৫০ বছরের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরো জোরদার করতে ড. হাছান মাহমুদকেও দ্রুত ভিয়েতনাম সফরের আমন্ত্রণ জানান ভিয়েতনামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। বেলজিয়ামের পররাষ্ট্র, ইউরোপীয় বিষয়ক ও বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রী হাদজা লাহবিব বাংলাদেশের সাথে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করার আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন।
(রেডিও টুডে:২১৪৫ ঘ. ০২.০২.২০২৪ আসাদ)

জাগো এফএম

খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণে নজরদারির আহ্বান রাষ্ট্রপতির

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত নজরদারি এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। শুক্রবার জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে দেওয়া এক বাণীতে তিনি এ আহ্বান জানান। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৪' উদযাপনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য, 'স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সমৃদ্ধি চাই, নিরাপদ খাদ্যের বিকল্প নেই' যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে।' রাষ্ট্রপতি বলেন, 'জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবারের কোনো বিকল্প নেই। নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য যেমন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়; তেমনি অনিরাপদ খাবার গ্রহণের কারণে দেহে নানাবিধ মরণব্যাধি বাসা বাঁধে।' তিনি বলেন, 'জনস্বাস্থ্য ও খাদ্যের পুষ্টিমানের গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।' রাষ্ট্রপতি বলেন, 'জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও নিরাপদ খাদ্যের জন্য প্রয়োজন খাদ্য উৎপাদনে নিরাপদ প্রযুক্তি ও নিরাপদ খাদ্য উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিত করা। এজন্য সংশ্লিষ্ট সব সংস্থার সমন্বয়ে আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও নিরাপদ খাদ্যের বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম আরো বেগবান করা জরুরি। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে এ বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি বলেন, জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার একটি অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে সবার জন্য পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য

নিশ্চিতকরণ। সরকার জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে নিরাপদ খাদ্যের প্রাপ্তি, চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নসহ ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।' তিনি আশা প্রকাশ করেন, 'এ সব কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন জনস্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সমূহ অর্জনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। মেধা ও মননে একটি উৎকর্ষ ও কর্মক্ষম জাতি গঠনে সবার জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করাই হবে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবসে আমাদের সবার অঙ্গীকার।' তিনি 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে গৃহীত সব কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০২.২০২৪ প্রতীক)

বিশ্ব ইজতেমা মুসলিম উম্মাহর ঐক্য আরো সুদৃঢ় করবে : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমাবেশ বিশ্ব ইজতেমা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রাখবে এবং মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করবে। তিনি বিশ্ব ইজতেমা ২০২৪ উপলক্ষ্যে দেওয়া এক বাণীতে এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সব মুসলিম উম্মাহকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানান। বিগত বছরের ন্যায় এবারো দুই ধাপে ২ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি এবং ৯ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের পর ইসলামের উন্নয়ন, প্রচার, প্রসার এবং খেদমতে বহু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।' তিনি বলেন, 'বঙ্গবন্ধু ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও মাদরাসা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাবলীগ জামাতের জন্য কাকরাইল মসজিদে জমি দান করেন এবং টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে বিশ্ব ইজতেমার জন্য জায়গা বরাদ্দ দেন। তিনি কম খরচে হজ্জ পালনের জন্য হিজবুল বাহার জাহাজ ক্রয় করেন এবং বাংলাদেশ থেকে সমুদ্রপথে হজ্জযাত্রী প্রেরণ করেন। জাতির পিতা মুসলিম বিশ্বসহ আরব দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করেন। তার কূটনৈতিক দূরদর্শিতায় বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে ওআইসির সদস্যপদ লাভ করে। সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে।' তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ২০০৯ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে বাংলাদেশে ইসলামের উন্নতিকল্পে বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।' তিনি বলেন, 'সব জেলা এবং উপজেলায় মডেল মসজিদ এবং ইসলামিক কালচারাল সেন্টার নির্মাণ করা হচ্ছে। মানবসম্পদ উন্নয়নে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করে মসজিদের ইমামগণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।' বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষ্যে মহান আল্লাহর দরবারে দেশবাসি ও মুসলিম উম্মাহর সুখ, শান্তি ও কল্যাণ এবং সমৃদ্ধি কামনা করেন প্রধানমন্ত্রী।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০২.২০২৪ প্রতীক)

বিশ্ব ইজতেমায় জুমার নামাজে লাখো মুসল্লি

বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্বের প্রথম দিন শুক্রবার হওয়ায় স্মরণকালে সবচে বড় জুমার নামাজের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুপুর ১টা ৪০ মিনিটে জুমার জামাত শুরু হয়। ওই নামাজের ইমামতি করেন বাংলাদেশের মাওলানা হাফেজ মোহাম্মদ জোবায়ের। ইজতেমায় যোগদানকারী মুসল্লি ছাড়াও জুমার নামাজে অংশ নিতে রাজধানী ঢাকা-গাজীপুরসহ আশপাশের এলাকার লাখ লাখ মুসল্লি ইজতেমাস্থলে হাজির হন। ভোর থেকেই রাজধানীসহ আশপাশের এলাকা থেকে ইজতেমা মাঠের দিকে মানুষের ঢল নামে। দুপুর ১২টার দিকে ইজতেমা মাঠ উপচে আশপাশের খোলা জায়গা জনসমুদ্রে পরিণত হয়। এছাড়া টঙ্গীর বিভিন্ন উচু ভবনের ছাদে থেকেও মুসল্লিরা জুমার নামাজে শরিক হন। মাঠে স্থান না পেয়ে মুসল্লিরা মহাসড়ক ও অলি-গলিসহ যে যেখানে পেরেছেন পাটি, চটের বস্তা, খবরের কাগজ বিছিয়ে জুমার নামাজে শরিক হয়েছেন। ফলে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। কালিয়াকৈর থেকে আসা মুসল্লি আকবর আলী জানান, 'বড় জামাতে নামাজ আদায় করার অনেক ফজিলত। তাই জুমার নামাজ আদায়ের জন্য ভোরে বাড়ি থেকে বের হয়েছি। রাস্তায় যানবাহনে প্রচুর ভিড় থাকায় ইজতেমা ময়দান পর্যন্ত পৌঁছাতে অনেক কষ্ট হয়েছে।' এর আগে শুক্রবার ফজরের পর মাঠে আম-বয়ান করেন পাকিস্তানের মাওলানা আহমদ বাটলা। সকাল ১০টায় তালিম করেন পাকিস্তানের মাওলানা জিয়াউল হক। জুমার খুতবা পড়েন বাংলাদেশের মাওলানা জোবায়ের। তিনিই জুমার নামাজের ইমামতি করেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০২.২০২৪ প্রতীক)

নির্বাচন ঘিরে বিএনপি কী প্রতিক্রিয়া দেখালো তা নিয়ে বিচলিত নয় সরকার : সেতুমন্ত্রী

নির্বাচন ঘিরে বিএনপি কী প্রতিক্রিয়া দেখালো তা নিয়ে বিচলিত নয় সরকার। এখন সরকারের মূল লক্ষ্য দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়ন করা। এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। আজ শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে সংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে তিনি এ মন্তব্য করেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, 'জজ মিয়া, মিয়া আরেফিসহ বিএনপি যতই নাটক সাজাক না কেন, জনগণের সমর্থন তাদের নেই। তারা যতই করুক, জনগণ আন্দোলন চায় না।' কাদের বলেন, 'তারা নির্বাচন বয়কটের পরও ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছে। ২৮টি দল অংশ নিয়েছে। সারা দুনিয়া থেকে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছে এবং একসঙ্গে কাজ

করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। এমনকি নির্বাচন সম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ, এমন কথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও বলেনি। ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।' সেতুমন্ত্রী বলেন, এই নির্বাচনে বিএনপি কী প্রতিক্রিয়া দেখাবে এবং কী বলবে এ নিয়ে আমরা বিচলিত নই।' সারাবিশ্ব আজ চ্যালেঞ্জের মুখে জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, 'যার রেশ বাংলাদেশেও রয়েছে। গতকালও দেখলাম রেমিট্যান্স বেড়েছে, তবে রিজার্ভ কমেছে। ওঠানামা থাকবেই। তারপরও আমাদের কৃষি-খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ, এটা একটা ভালো দিক। এ অস্থিরতার মধ্যেও জনগণের মধ্যে কোথাও হাহাকার নেই, বিক্ষোভ-দ্রোহ দেখিনি। সবাই স্বাভাবিক জীবনযাপন করছেন।' তিনি বলেন, 'সারা দুনিয়ায় চ্যালেঞ্জের মুখে, আমেরিকারও নানান চিন্তা আছে। তারা এখন নিজেদের চ্যালেঞ্জ নিয়ে ব্যস্ত। বাংলাদেশের দিকে মনোযোগ দেওয়ার তাদের অত সময় কোথায়?' সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, 'দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নে কাজ করছে সরকার। কথা বেশি না বলে কাজে বেশি মনোযোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন।' আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'বিএনপির আন্দোলনে জনগণ সাড়া দেয়নি। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে হেরে যাওয়ার ভয়ে তারা অংশ নেয়নি। বিএনপি একটা দল, যারা নিজেদের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রতীক থাকছে না, আর শিগগীরি জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি শুরু করবে তারা। যা এক সপ্তাহের বেশি নয়। মত বিনিময়কালে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম, দফতর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়াসহ কেন্দ্রীয় ও মহানগর আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০২.২০২৪ প্রতীক)

ভালো কথা বললেও আপনারা অন্যভাবে নেন : আইনমন্ত্রী

সাংবাদিক সাগর-রুনি হত্যা মামলায় ৫০ বছর সময় লাগলেও সেটা দেওয়ার বিষয়টি আপেক্ষিক অর্থে বলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। শুক্রবার সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান। এসময় তিনি বলেন, ‘এটা বিতর্কের বিষয় না। আমার দুঃখ হয় এই কারণে আপনাদের সাংবাদিকদের ভালো কথা বললেও আপনারা অন্যভাবে নেন। আপনারা ক্ষেপে যান।’ তিনি আরো বলেন, 'হত্যার ৪২ বছরে আসামি ধরা, ২৪ বছরে রহস্য উন্মোচনের ঘটনা আছে। আমি সময়টা আপেক্ষিক অর্থে বলেছি। প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করতে সময় লাগলেও দিতে হবে বুঝিয়েছি। যারা প্রকৃত দোষী তাদেরকে চিহ্নিত করতে অনেক ক্ষেত্রেই সময় লাগে। যতই সময় লাগুক প্রকৃত অপরাধীদের ধরা হবে।' মন্ত্রী আরো বলেন, ‘আইনি কাঠামোতে বলা আছে যারা অপরাধী নয় তাদেরকে ধরা যাবে না। যারা প্রকৃত দোষী তাদেরকে ধরতে হবে।’
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০২.২০২৪ প্রতীক)

আগারগাঁওয়ে চলছে ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ার, উদ্বোধন করেছেন পর্যটনমন্ত্রী

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে চলছে ১২ তম বিমান বাংলাদেশ ট্রাভেল এ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ার। তিনদিন ব্যাপি এই মেলা চলবে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার ১ ফেব্রুয়ারি এই মেলার উদ্বোধন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী ফারুক খান। ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ আয়োজিত এই মেলায় ভারত, নেপাল, মালদ্বীপ, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও তুরস্কের ট্যুর অপারেটর ও ট্রাভেল এজেন্টরা অংশগ্রহণ করছে। মেলায় তিনটি স্টলে ১২টি প্যাভিলিয়নসহ ১৫০টি স্টল রয়েছে। এসব স্টল, প্যাভিলিয়নে চলছে নানা ধরনের ছাড়। সাইডলাইন ইভেন্ট হিসেবে থাকছে বি টু বি সেশন, সেমিনার ও রাউন্ড টেবিল ডিসকাশন। এছাড়াও মেলায় আগত দর্শনার্থীদের জন্য সাংস্কৃতিক আয়োজন এবং দেশের পর্যটন গন্তব্যের ওপর প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে। মেলা প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলবে। মেলায় প্রবেশমূল্য ৩০ টাকা, তবে ছাত্র-ছাত্রী ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মেলায় প্রবেশ উন্মুক্ত থাকবে। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০২.২০২৪ প্রতীক)

সংসদ ও সরকার গঠনের পর এবার সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়নের পালা

সংসদ ও সরকার গঠনের পর এবার সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়নের পালা। এরই মধ্যে জোটবদ্ধভাবে ৪৮ আসনে মনোনয়ন দেওয়ার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করেছে আওয়ামী লীগ। বাকি দুটি আসন পাবে জাতীয় পার্টি। আওয়ামী লীগের মনোনয়নে সংরক্ষিত আসনে এমপি হতে আগ্রহী অনেকেই নেতাদের বাসায় ভিড় করছেন। চেষ্টা করছেন দলীয় সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করতে। দলীয় নেতাদের আড্ডায় ও নানা ইঙ্গিতে অনেকের নাম উঠে আসছে, যাদের অনেককেই দেখা যেতে পারে সংসদে। এর মধ্যে দলের কেন্দ্রীয় নেত্রী, সহযোগী সংগঠনের নেত্রী এবং বিভিন্ন জেলায় আওয়ামী লীগের নেত্রীদের বিবেচনায় রাখা হবে বলে শোনা যাচ্ছে। এর বাইরেও জোট শরিকদের দুই-তিনটি আসন দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা চলছে। তবে পুরোনোদের সিংহভাগ এবার মনোনয়ন পাবেন না বলেই ইঙ্গিত দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০২.২০২৪ প্রতীক)

ময়লা পরিষ্কারে খালে নামলেন মেয়র আতিক

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী মিরপুরের প্যারিস খাল পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম শুরু করেছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম। এ কাজে সহযোগিতা করতে যুক্ত হয়েছেন বিডি ক্লিনের ১২০০ স্বেচ্ছাসেবী। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মিরপুর প্যারিস খালে এ কার্যক্রম শুরু হয়। এর আগে প্যারিস রোড সংলগ্ন মাঠে বিডি ক্লিনের স্বেচ্ছাসেবীদের দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করার শপথ বাক্য পাঠ করান মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম। ১২০০ স্বেচ্ছাসেবী চারটি দলে ভাগ হয়ে প্যারিস খালের চারটি অংশে ময়লা পরিষ্কার কার্যক্রম শুরু করে। একটি দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ময়লা পরিষ্কার করতে ডিএনসিসি মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম হাতে গ্লাভস পরে নিজেই খালে নেমে যান। গত ৩১ জানুয়ারি মিরপুর প্যারিস খাল পরিদর্শনে গিয়ে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা এবং অবৈধ দখল উচ্ছেদের ঘোষণা দিয়েছিলেন ডিএনসিসি মেয়র। তিনি বলেন, 'ময়লা ও দখলমুক্ত করে মিরপুর প্যারিস খাল আগের রূপে ফেরানো হবে।' শুক্রবার পরিচ্ছন্ন কার্যক্রমে অংশ নিয়ে মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম বলেন, 'পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী প্যারিস খাল পরিষ্কার শুরু করেছি। প্রথম ধাপে ময়লার ভাগাড়ে পরিণত হওয়া প্যারিস খালে পানির প্রবাহ নিশ্চিত করা হবে। পরিষ্কার অভিযানে আমার সঙ্গে বিডি ক্লিনের ১২০০ স্বেচ্ছাসেবী যোগ দিয়েছে। দুইদিন আগে পরিদর্শনে গিয়ে আমি সবাইকে খালের অবৈধ স্থাপনা সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। অনেকে যার যার স্থাপনা সরিয়ে নিচ্ছে। নিম্ন আয়ের মানুষ সময় চেয়েছে। অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য আমি তাদের একমাস সময় দিয়েছি। ময়লা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত অভিযান চলবে।' সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে মেয়র বলেন, 'এরই মধ্যে খালের জমি মাপা শুরু হয়েছে। খালের জায়গার মধ্যে যে বিল্ডিং পড়বে সেগুলো ভেঙে দেওয়া হবে। খালের জায়গায় কিছু বস্তি আছে। বস্তিবাসীকে এক মাস সময় দেওয়া হয়েছে। এখান থেকে সরে যাওয়ার জন্য। চাইলে এখনই বুলডোজার দিয়ে সব ভেঙে ফেলতে পারতাম। কিন্তু ভাঙিনি, তাদের সময় দিয়েছি। সময়ের মধ্যে না সরলে উচ্ছেদ অভিযান করা হবে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০২.২০২৪ প্রতীক)

প্রধানমন্ত্রীকে ভিয়েতনাম সফরের আমন্ত্রণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভিয়েতনামে সরকারি সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী ফা মিন চিনহে। আমন্ত্রণ পত্রটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের কাছে হস্তান্তর করেন ভিয়েতনামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বুই থান সন। একই সঙ্গে বাংলাদেশ-ভিয়েতনামের ৫০ বছরের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরো জোরদার করতে ড. হাছান মাহমুদকেও দ্রুত ভিয়েতনাম সফরের আমন্ত্রণ জানান দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী। বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে তৃতীয় ইইউ ইন্দো-প্যাসিফিক মিনিস্টেরিয়াল ফোরামের সাইডলাইনে ভিয়েতনাম, বেলজিয়াম, চেক ও সুইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেন ড. হাছান মাহমুদ। এসময় এ আমন্ত্রণ জানানো হয়। এদিকে বেলজিয়ামের পররাষ্ট্র, ইউরোপীয় বিষয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী হাদজা লাহবিব বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারের আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন। পাশাপাশি শুক্রবার চেক রিপাবলিকের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যান লিপাভস্কি এবং সুইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী টোবিয়াস বিলস্ট্রোমের সঙ্গে বৈঠক করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০২.২০২৪ প্রতীক)

কেন্দ্র পরিদর্শন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর, ব্যবস্থাপনায় সন্তোষ প্রকাশ

ময়মনসিংহে দ্বিতীয় ধাপের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা চলাকালে কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী রুমানা আলী। শুক্রবার সকালে ময়মনসিংহ সদরে অবস্থিত মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ ও আনন্দমোহন কলেজ পরিদর্শন করেন প্রতিমন্ত্রী। পরিদর্শনকালে প্রতিমন্ত্রী কেন্দ্রের পরীক্ষাকালীন বিভিন্ন কক্ষে প্রবেশ এবং সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। এসময় কেন্দ্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক দিদারে আলম মোহাম্মদ মাকসুদ চৌধুরী, বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের উপপরিচালক মোহাম্মদ আলী রেজা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, শিক্ষা ও আইসিটি মাহফুজুল আলম মাসুমসহ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদফতরের কর্মকর্তারা। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০২.২০২৪ প্রতীক)

হজ্জযাত্রী নিবন্ধনের সময় বাড়লো আরো ৫ দিন

হজ্জযাত্রী নিবন্ধনের সময় আরো এক দফা বাড়ানো হলো। আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হজ্জের নিবন্ধন করা যাবে। হজ্জযাত্রী নিবন্ধনের সময় আরো পাঁচ দিন বাড়িয়ে শুক্রবার ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এটিই শেষবারের মতো সময় বৃদ্ধি বলে ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে। সাড়া না মেলায় ইতিমধ্যে হজ্জযাত্রী নিবন্ধনের সময় তিন দফা বাড়ানো হয়। সর্বশেষ আট দিন বাড়ানো মেয়াদ শেষ হয় বৃহস্পতিবার, ১ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু এখনো ৪৭ হাজারের বেশি কোটা খালি আছে। এরই মধ্যে হজ্জের নিবন্ধনের সময় বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে হজ্জ এজেন্সিস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, হাব। এই প্রেক্ষাপটে সময় ফের বাড়ানো হলো। হজ্জের নিবন্ধনের সময় বাড়ানোর বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ২০২৪ সালে হজ্জে গমনেচ্ছু ব্যক্তি, হজ্জ এজেন্সি, হজ্জ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সরকারি ও বেসরকারি উভয় মাধ্যমের হজ্জযাত্রী নিবন্ধনের

সময় বিশেষ বিবেচনায় শেষবারের মতো আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলো। এ সময়ের মধ্যে ২ লাখ ৫ হাজার টাকা জমা দিয়ে প্রাথমিক নিবন্ধন বা প্যাকেজের সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করে চূড়ান্ত নিবন্ধন করা যাবে। প্রাথমিক নিবন্ধন করা হলে প্যাকেজের অবশিষ্ট মূল্য আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আবশ্যিকভাবে একই ব্যাংকে জমা দিয়ে চূড়ান্ত নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে। অন্যথায় এ বছর হজ্জে যাওয়া যাবে না এবং প্রদত্ত অর্থ ফেরত দেয়া হবে না বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০২.২০২৪ প্রতীক)

রুশ রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য গণতান্ত্রিক অনুভূতিতে আঘাত করেছে : বিএনপি

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে ঢাকায় নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার মান্টিটস্কির বক্তব্যকে অনাকাঙ্ক্ষিত বলে জানিয়েছে বিএনপি। শুক্রবার দলটির পক্ষে সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর পাঠানো বিবৃতিতে এ প্রতিক্রিয়া জানানো হয়। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, 'ঢাকায় নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার মন্টিটস্কির বক্তব্য অনাকাঙ্ক্ষিত, অনভিপ্রেত ও আওয়ামী সুলভ যা বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক অনুভূতিতে আঘাত করেছে। ঢাকায় নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার মন্টিটস্কি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে বিএনপির বক্তব্যকে 'বিভ্রান্তিকর, মিথ্যা' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন বলে দৃষ্টিগোচর হয়েছে।' বিবৃতিতে আরো উল্লেখ করা হয়, ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা বা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ছিল না। বরং নির্বাচনের নামে এটি ছিল জাতির সঙ্গে একটি সহিংস প্রতারণা, যার উদ্দেশ্য ছিল সরকারের স্বার্থবাদী, কর্তৃত্ববাদী অনুগত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের সহায়তা ও সমর্থনে কুক্ষিগত ক্ষমতার মেয়াদ বৃদ্ধি করা।' গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে আরো বলা হয়, '২০১৪ এবং ২০১৮ সালের প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়ে, ভোট ডাকাতির অভিনব সব পন্থা অবলম্বন করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যে কলঙ্কিত ইতিহাস তৈরি করে তারই ধারাবাহিকতায় ডামি প্রার্থী, ডামি দল, ডামি ভোটার ও ডামি পর্যবেক্ষকদের সমন্বয়ে ডামি নির্বাচনের নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে ২০২৪ সালে।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০২.০২.২০২৪ প্রতীক)

BBC

KENYA GAS BLAST KILLS THREE AND INJURES NEARLY 300

A huge gas blast in the Kenyan capital, Nairobi, has killed at least three people and injured nearly 300. A lorry carrying gas exploded in Embakasi district at about 23:30, "igniting a huge ball of fire", a government spokesperson said. Housing, businesses and cars and cars were damaged, with video showing a huge blaze raging close to blocks of flats. The area has been cordoned off and an investigation is under way into the cause of the explosion. Some 271 people were taken to hospital, according to the authorities, including at least 25 children. (BBC Web Page: 02/02/24, FARUK)

WESTERN OFFICIALS IN PROTEST OVER ISRAEL GAZA POLICY

More than 800 serving officials in the US and Europe have signed a statement warning that their own governments policies on the Israel-Gaza war could amount to grave violations of international law. The "transatlantic statement" a copy of which was passed to the BBC, says their administrations risk being complicit in one of the worst human catastrophes of this century but that their expert advice has been sidelined. It is the latest sign of significant levels of dissent within the governments of some of Israel's key Western allies. The statement is signed by civil servants from the US, the EU and 11 European countries including the UK, France and Germany. (BBC Web Page: 02/02/24, FARUK)

NIGERIAN MONARCH SHOT DEAD AND WIFE KIDNAPPED

Armed men have shot dead a traditional ruler, and kidnapped his wife plus one other person in south-western Nigeria, authorities say. The attackers stormed the palace of Segun Aremu - a retired army general and monarch whose official title is the Olukoro of Koro - on Thursday night. It is not clear who the gunmen were or whether they are demanding a ransom. The latest killing and abduction comes days after campaigners demanded a state of emergency to deal with the issue. (BBC Web Page: 02/02/24, FARUK)

US APPROVES PLAN FOR STRIKES ON IRANIAN TARGETS

The US has approved plans for a series of strikes on Iranian targets in Syria and Iraq, officials have told the BBC's US partner CBS News. The strikes will take place over a number of days, officials said, and weather conditions will likely dictate when they are launched. It comes after a drone attack killed three US soldiers in Jordan, close to the Syrian border, on Sunday. The US blamed an Iranian-backed militia group for that attack. That group, the Islamic Resistance in Iraq, is believed to contain multiple militias that have been armed, funded and trained by Iran's Revolutionary Guards force. It has said it was responsible for Sunday's strike.
(BBC Web Page: 02/02/24, FARUK)

CHINA EXECUTES COUPLE WHO KILLED TWO TODDLERS

China has executed a couple who fatally threw two children out of the window of an apartment building. Zhang Bo - the father of the children - and Ye Chengchen were previously found guilty of killing the two-year-old girl and one-year-old boy in 2020. Zhang had begun an affair with Ye and later divorced his wife, and began conspiring to kill his children. China's Supreme Court had called the couples motives extremely malicious, highlighting their cruel methods. (BBC Web Page: 02/02/24, FARUK)

PLANE CRASH LEAVES SEVERAL DEAD IN FLORIDA TRAILER PARK

Several people are dead after a small plane crashed into a mobile home in Florida, shortly after the pilot reported an engine failure, fire officials say. Fire Chief Scott Ehlers said those killed included people on the aircraft and inside the mobile trailer in Clearwater. The crash damaged at least three other trailers in the mobile home park. Air traffic control heard the pilot declare a mayday before disappearing.
(BBC Web Page: 02/02/24, FARUK)

PAKISTAN'S KING OF COMEBACKS LOOKS SET TO WIN AGAIN

Pakistan's former three-time prime minister Nawaz Sharif only returned from self-imposed exile last year but is now the clear front-runner to win the 8 February election. Few could have predicted his return to the top, despite his dominance in Pakistani politics for much of these past three decades. His last term ended in him being convicted of corruption, and the time before that, he was toppled in a military coup. (BBC Web Page: 02/02/24, FARUK)

US APPROVES $4BN SALE OF ARMED DRONES TO INDIA

The US State Department has approved the potential sale of 31 armed drones, missiles and other equipment to India for nearly &4bn. The MQ-98 Predator drones deal had been announced during PM Narendra Modi's visit to US in June 2023. In December, it was put on hold by a Senate committee pending investigation into an alleged Indian assassination plot on US soil. The deal will now be confirmed after approval from the US Congress. (BBC Web Page: 02/02/24, FARUK)

US SANCTIONS ISRAELI SETTLERS OVER WEST BANK VIOLENCE

US President Joe Biden has approved sanctions on four Israeli settlers accused of attacking Palestinians in the occupied West Bank. Mr Biden signed a broad executive order, saying violence in the West Bank had reached intolerable levels. The sanctions block the individuals from accessing all US property, assets and the American financial system. Violence in the West Bank has spiked since Hamas launched an unprecedented attack on Israel on 7 October. Some 370 Palestinians have been killed in the West Bank since then, according to the UN.
(BBC Web Page: 02/02/24, FARUK)

::THE END::